Contents

সহীহ

খুৎবায়ে মুহাম্মাদী

সম্পাদনা
মাওলানা মোহাম্মদ নোমান
আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম

www.WaytoJannah.com

সহীহ্
খুৎবায়ে মুহাম্মাদী
(১)

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ নোমান
মুদাররিস, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া

আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম
লীসান্স, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় সউদী আরব

www.WaytoJannah.com

Contents

প্রকাশনায়
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১৭-৬৪৬৩৯৬

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর- ২০০০ ঈসায়ী
রামাযান- ১৪২১ হিজরী

দ্বিতীয় প্রকাশ
জুলাই- ২০০২ ঈসায়ী
রবিউস্ সানি- ১৪২৩ হিজরী

লেখক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
২২১, বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১২৭৬২, মোবাইল ঃ ০১৭-৬৪৬৩৯৬

মুদ্রণে
হেরা প্রিন্টার্স
শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৮১/- টাকা মাত্র

www.WaytoJannah.com

সূচীপত্র

১। খতীব সাহেবদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ৪
২। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খুৎবা প্রদানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ৬
৩। সূরা ক্বাফ ৮
৪। তাওহীদ সম্পর্কিত খুৎবা ১১
৫। শির্‌ক সম্পর্কে খুৎবা ১৫
৬। নামায পরিত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কিত খুৎবা ২০
৭। রোযা বিষয়ক খুৎবা ২৭
৮। ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের উপর খুৎবা ৩২
৯। মাতা পিতার অধিকার সম্পর্কিত খুৎবা ৩৮
১০। আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ক খুৎবা ৪৫
১১। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় সম্পর্কে খুৎবা ৫২
১২। আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কিত খুৎবা ৫৬
১৩। পর্দা সম্পর্কিত খুৎবা ৬২
১৪। সুদ সম্পর্কিত খুৎবা ৬৬
১৫। ছবি বা প্রতিমূর্তি সম্পর্কে খুৎবা ৭০
১৬। তাবীজ কবজ ব্যবহার সম্পর্কে খুৎবা ৭৭
১৭। গান বাজনা বাদ্য সম্পর্কে খুৎবা ৮২
১৮। কিয়ামত সম্পর্কে খুৎবা ৮৭
১৯। জাহান্নাম সম্পর্কে খুৎবা ৯২
২০। জান্নাত সম্পর্কিত খুৎবা ১০০
২১। মৃত্যু সম্পর্কে খুৎবা ১০৪
২২। ঈদুল ফিতরের খুৎবা ১১৪
২১। ঈদুল আযহার খুৎবা ১১৯
২৩। জুমু'আর দ্বিতীয় (সানী) খুৎবা-এক ১২৪
২৪। জুমু'আর সানী খুৎবা-দুই ১২৫
২৫। বিবাহের খুৎবা ১২৭
২৬। আমাদের প্রকাশিত অন্যান বই ১২৮

www.WaytoJannah.com

Contents

খতীব সাহেবদের প্রতি কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, অতঃপর তার প্রেরিত রাসূলের প্রতি অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

আমি একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিতাবের গুরুত্বের কথা লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি, যা বিশেষ করে খতীব সাহেবগণের জন্য প্রয়োজনীয়।

আল্লাহ তা'আলা সূরা ইবরাহীমের ৪ নং আয়াতে বলেন ঃ

﴿ وما ارسلنا من رسول الابسان قومه يبين لهم ﴾

আর আমি সকল নবী ও রাসূলগণকে তাদেরই জাতীয় ভাষায় নবী ও রাসূল করে পাঠিয়েছি, যেন তাদের নিকট (আল্লাহর বিধানসমূহ) বর্ণনা করতে পারেন।

বর্তমান যুগে যদি খতীব সাহেবগণ জাতীয় ভাষা ভিত্তিক খুৎবা প্রদান করেন, তা হলে নবীগণের সুন্নাত আদায় হবে ও জাতি উপকৃত হবেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় কিছু ভাইয়েরা আরবী ভাষাতেই খুৎবা প্রদান করেন, যা অনারব বা যারা আরবী সমন্ধে অবগত নন তাদের তিল পরিমাণ উপকারে আসে না, জনসাধারণ এ সময়টি ঘুমিয়ে বা বসে কাটান।

যেমন কেউ অন্ধ ব্যক্তিকে কূপে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে اياك وابير বার বার বলতে থাকলেও অন্ধ লোকটি আরবী না জানার কারণে কূপে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেল, কোন ফায়দা হল না। যদি তার ভাষায় বলা হত তা হলে লোকটা বিপদ থেকে বেঁচে যেত।

এভাবেই আমাদের দেশের অনেক খতীব সাহেবান সুমধুর কণ্ঠে আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান করেন কিন্তু সাধারণ মুসল্লির কোন উপকার হয় না।

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে كان يقرا القران ويذكرالناس রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুৎবায় কুরআন তেলাওয়াত করতেন ও মানুষদের উপদেশ প্রদান করতেন। খুৎবায় আল্লাহর রাসূল আল্লাহর নেয়ামতের কথা ও কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। ফিকার কিতাবে বর্ণিত আছে, ইমাম ও খতীবগণের উচিত রামাযান মুবারাকের আখেরী খুৎবায় সাদাকাতুল ফিতরের হুকুম আহকাম শিক্ষা প্রদান করা, এই রকমভাবে তাঁরা খুৎবায় সমস্ত মসলা মাসায়েল শিক্ষা প্রদান করতেন। কেননা খুৎবা প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করেন।

www.WaytoJannah.com

আল্লাহর রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন মিম্বরে উঠে লোকদের দিকে মুখ করে আস্‌সালামু আলাইকুম বলতেন। (ইবনে মাজাহ) তারপর বসতেন এবং আযানের পর উঠে লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। (আবূ দাউদ)

যুদ্ধক্ষেত্রে তীরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন, যাদুল মাআদ ১ম খঃ ১১৭ পৃঃ, ইবনে মাজাহ ২৭৯ পৃঃ।

তারপর আল্লাহর প্রশংসা করতঃ সূরা ক্বাফ পড়তেন। এরপর কিছু প্রয়োজনীয় নসীহত করতেন। তারপর সামান্যক্ষণ বসতেন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়াতেন ও খুৎবা দিতেন। খুৎবা দেওয়ার সময় তাঁর চোখ দু'টো লাল হয়ে যেত, স্বর উঁচু হোত ও তাঁর রাগভাব প্রকাশ পেত। উল্লেখিত কথাগুলো মুসলিম শরীফে মওজুদ আছে।

ইবনে ওমর বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুৎবার মাঝখানে বসার সময় কোন কথা বলতেন না। (আবূ দাউদ, মিশকাত ১২৪) সুন্নাতী খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা ও কালেমায়ে শাহাদাতও পড়তেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জুমআর খুৎবা পরিস্থিতি অনুযায়ী হতো।

যেমন ঃ শাবান মাসের শেষ দিনে তিনি রামাযানের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য এবং সাহরী ইফতারীর ফযীলত এবং তারাবীহর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন। বায়হাকী, মিশকাত ১৭৩ পৃঃ।

রামাযানের ১ম জুমুআয় রোযার মসলা, ২য় জুমুআয় আল কুরআনের মাহাত্ম্য ও বিভিন্ন সূরার ফযীলত, শেষ দিকে যাকাত ও ফেতরার মাসআলা আলোচনা করা উচিত।

যুলহিজ্জা ও মুহাররাম মাস সামনে রেখে প্রয়োজনীয় খুৎবা প্রদান করতে হবে। এভাবে পরিস্থিতি লক্ষ্য করে কোন সময় আমর বিল মাআরুফ ও নাহি আনিল মুনকার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করা খতীবের কর্তব্য। খতীব খুৎবার মাঝে কোন কারণে মিম্বার থেকে নেমে আবার চড়তে পারবেন, আর যদি কেউ খুৎবা চলাকালীন নামায না পড়ে বসে যান খতীব তাকে বলতে পারেন, দুই রাকাত হালকা নামায পড়ে বস। এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত।

বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

খাদিম

মোঃ নোমান

www.WaytoJannah.com

রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খুৎবা প্রদানের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

- রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আগেই খুৎবা প্রদান করতেন।
- তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন।
- তিনি দু'টি খুৎবা প্রদান করতেন এবং প্রথম খুৎবার পর কিছুক্ষণ নীরবে বসতেন, তারপর উঠে দ্বিতীয় খুৎবা দিতেন।
- তিনি মিম্বরে উঠে বসার পর মুয়াযযিন আযান দিত। মুয়াযযিনের আযান শেষ হবার পর তিনি দাঁড়াতেন এবং খুৎবা দিতে শুরু করতেন।
- তিনি খেজুরের ডালে ভর করে দাঁড়াতেন। তীর এবং তীরের ধনুকে ঠেস দিয়েও কখনো কখনো দাঁড়াতেন।
- তিনি যখন মিম্বরে উঠতেন, তখন সাহাবায়ে কিরামের দিকে মুখ করে বসতেন। তাদের মুখোমুখি বসতেন এবং দাঁড়াতেন।
- কোন কাজের নির্দেশ দেবার বা কোন কাজে নিষেধ করার প্রয়োজন হলে তিনি খুৎবার ভিতরেই তা করতেন। একবার খুৎবা প্রদানরত অবস্থাতেই একজন সাহাবীকে বললেন ঃ দু'রাকআত নামায পড়ে নাও।
- একবার এক সাহাবী গর্দান উঁচু করলে তিনি খুৎবার মধ্যেই তাকে বসে পড়তে বলেন।
- কখনো কখনো খুৎবার মাঝখানে সাহাবীদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। তারপর খুৎবার বাকি অংশ শেষ করতেন।
- কখনো খুৎবা প্রদানকালে তিনি মিম্বর থেকে নেমে আসতেন। তারপর প্রয়োজন সেরে আবার মিম্বরে গিয়ে অসমাপ্ত খুৎবা সম্পন্ন করতেন। একবার খুৎবা চলাকালে হাসান হুসাইন মসজিদে আসে। তিনি মিম্বর থেকে নেমে গিয়ে তাদের কোলে নেন। তারপর মিম্বরে এসে তাদের কোলে রেখেই খুৎবার বাকি অংশ শেষ করেন।

www.WaytoJannah.com

- কখনো খুৎবা চলাকালে কাউকে বলতেন ঃ হে অমুক! বসে পড়ো। কাউকে রোদের থেকে ছায়ায় আসতে বলতেন।

- সবলোক এলে তিনি খুৎবা প্রদান করতেন।

- খুৎবার পূর্বক্ষণে তিনি একাই অনাড়ম্বরভাবে নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেন। তাঁর আগে পিছে কোন ঘোষক থাকতো না।

- মসজিদে ঢুকে নিজেই আগে সাহাবীদের সালাম দিতেন।

- মিম্বরে বসার সময় সবার দিকে দৃষ্টি ফিরাতেন, সালাম দিতেন।

- তিনি বসা মাত্র বিলাল আযান দিতেন। আযান শেষ হওয়া মাত্র তিনি খুৎবা শুরু করতেন।

- তিনি জুমুআর দিন মসজিদে এসে লোকদের নীরব থাকতে বলতেন। তিনি বলেছেন ঃ জুমুআয় তিন ধরনের লোক উপস্থিত হয় ঃ

  এক ঃ বাজে কথার লোক। সে বাজে ও বেহুদা কথা বলে।

  দুই ঃ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার লোক। তার প্রার্থনা আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করতেও পারেন, নাও করতে পারেন।

  তিন ঃ এমন ব্যক্তি, যে নীরব থাকে, কাউকে ডিঙ্গায় না, কাউকে বিরক্ত করে না, কষ্ট দেয় না এবং কায়মনোবাক্যে ইবাদতে মশগুল থাকে। তার এসব আমল পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত পাপের কাফফারা হয়ে যায়। তাছাড়া সে অতিরিক্ত তিন দিনের সওয়াবও পায়।

- কখনো খুৎবা দেয়ার সময় তাঁর দু'চোখ লাল হয়ে যেতো। আওয়াজ উঁচু হয়ে পড়তো। মনে হতো তিনি যেনো কোন আক্রমণকারী শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ বাহিনীকে সতর্ক করছেন।

- তাঁর খুৎবা ছিল সংক্ষিপ্ত, নামায ছিল লম্বা।

www.WaytoJannah.com

سورة ق مكية وهي خمس واربعون آية وثلاث ركوعات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝١ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ
فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝٢ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ
ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝٣ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا
كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝٤ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝٥
اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا
مِنْ فُرُوْجٍ ۝٦ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا
فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝٨
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝٩
وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝١٠ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ
بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ
الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝١٢ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝١٣ وَّاَصْحٰبُ
الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝١٤
اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝١٥

www.WaytoJannah.com

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ
اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ﴿١٦﴾ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ
الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿١٧﴾ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾ وَ
جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ
فِي الصُّوْرِ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَاۗىِٕقٌ
وَّشَهِيْدٌ ﴿٢١﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۭ ﴿٢٣﴾
اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبِ ﴿٢٥﴾
الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ﴿٢٦﴾
قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ﴿٢٧﴾ قَالَ
لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ
وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ﴿٣٠﴾ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿٣١﴾
هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ
وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبِ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ﴿٣٤﴾

www.WaytoJannah.com

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ
مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿٣٦﴾
اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيْدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ
اَيَّامٍ ۖ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ ﴿٣٨﴾ فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ الَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ﴿٤٠﴾ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ
قَرِيْبٍ ﴿٤١﴾ يَّوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ﴿٤٢﴾
اِنَّا نَحْنُ نُحْىٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ
سِرَاعًا ۭ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ﴿٤٤﴾ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ
اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۣ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ﴿٤٥﴾

www.WaytoJannah.com

তাওহীদ সম্পর্কিত খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ وَكُلُّ ضَلاَ لَةٍ فِى النَّارِ، بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّه لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَه وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ *اللّٰهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَّه كُفُوًا اَحَدٌ ﴾ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ مَوْضِعٍ آخَرَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴾

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি একক, যাঁর কোন শরীক নেই। যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর প্রতি বর্ষিত হউক দরুদ ও সালাম যাঁর পরে কোন নবী নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য নেউ নেই।

(সূরা ইখলাস)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, আমি ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। সুতরাং আমারই এবাদত কর। (সূরা আম্বিয়া ২৫ আয়াত)

www.WaytoJannah.com

Contents

তাওহীদ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্ববাদ। অর্থাৎ আল্লাহকে এক বলে বিশ্বাস করা। তাওহীদ এক ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, যার মধ্যে রয়েছে– রুবুবিয়্যাত (প্রভুত্ব), উলুহিয়্যাত (ই'বাদত) ও আসমা অসসিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী)।

তাওহীদ হচ্ছে শিরকের বিপরীত। এই তাওহীদই হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত। আর তা- কালিমা "লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা-হু"-এর সাক্ষ্যের মধ্যে প্রকাশ পায়। তাওহীদ হচ্ছে ঐ জিনিস যার উচ্চারণের মাধ্যমে একজন কাফির ইসলামে দাখিল হয়, আর কোন মুসলিম যদি তা অস্বীকার বা ঠাট্টা তামাশা করে তখন সে কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তাওহীদ হচ্ছে সমস্ত রসূলদের দা'ওয়াতের মূল কথা যার দিকে তাঁরা তাদের উম্মতদের ডেকেছেন।

রসূল (সঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে ছোট হতেই তাওহীদের উপর গড়ে তুলেছেন। তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) কে (যিনি ছোট বালক ছিলেন) ইরশাদ করেন ঃ

যদি কোন কিছু চাও তবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই চাও। যদি সাহায্য চাও, তবে তাঁরই নিকট সাহায্য চাও।

(তিরমিযী এ হাদীসটি হাসান সহীহরূপে বর্ণনা করেছেন)

আল্লাহর নবী (সঃ) তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দেন যে, সর্ব প্রথম মানুষকে তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। তাই মুয়ায (রাঃ)-কে যখন তিনি ইয়ামানে পাঠান তখন বলেন ঃ

অবশ্যই সর্বপ্রথমে তাদেরকে যে দাওয়াত দিবে তা হল এই সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অন্যত্র আছে- 'আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি'। (বুখারী, মুসলিম)

প্রাণহীন দেহ যেমন অসাড়, তেমন তাওহীদবিহীন ইসলামের মূল্যও অর্থহীন। তাওহীদের কারণেই আল্লাহ তা'আলা সমস্ত জগত সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ ﴾

"নিশ্চয় আমি জ্বিন এবং মানুষকে একমাত্র আমারই ই'বাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি" (সূরা যা-রিয়্যাত ৫৬ আয়াত)।

এই আয়াতে ই'বাদত অর্থ আল্লাহর একত্ববাদ ও অদ্বিতীয়তা প্রকাশ করা হয়েছে। তাওহীদের উপরই নির্ভর করছে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের

www.WaytoJannah.com

Contents

সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য।

তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ অর্থাৎ প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ববাদ– তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ হল এই কথা স্বীকার করা যে– নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং দুনিয়ায় একাধিক সৃষ্টিকর্তা নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই রিযিকদাতা ও অন্যান্য সব কিছু প্রদানকারী। আর এ একত্ববাদ চির সত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ একমাত্র চিরঞ্জীব, মহাশক্তিশালী স্রষ্টাই হচ্ছেন খাদ্যদাতা, জীবনদাতা, আইনদাতা, মৃত্যু দানকারী, বিশ্বজগৎ পরিচালনা ও পুষ্টিসাধনকারী এবং প্রতিপালন তিনি একাই করে থাকেন।

এতে কারো কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব নেই আসমান ও যমীনের সকল প্রাণী তাঁরই দয়ার ভিক্ষুক। তিনিই একমাত্র সকল ক্ষমতার মালিক। দুনিয়ার সকল শক্তি একত্রিত হয়েও আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন বা রদ করতে পারবে না। যদি কেউ মনে করে এ রকম গুণ কোন সৃষ্ট জীবের মধ্যে আছে তাহলে সে মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে। এখনো মানব রচিত বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী শাসকরা একইভাবে বিরোধিতা করছে।

তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ বা ই'বাদতের ক্ষেত্রে একত্ববাদ– এটা হচ্ছে সে তাওহীদ যেদিকে সকল রসূলগণ মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন। আর তা হলো এক আল্লাহর ই'বাদত করা। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ﴾

অর্থাৎ অবশ্যই আমি প্রত্যেক উম্মাতের নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এই বলে যে, এক আল্লাহর ই'বাদত করো এবং সমস্ত ত্বাগুত থেকে দূরে থাক– (সূরা আন্-নাহাল ৩৬ আয়াত)। এই তাওহীদ হচ্ছে সকল আসমানী কিতাব ঐশীবাণী ও নবী রসূলদের প্রদত্ত শিক্ষার সারমর্ম।

তাওহীদুল আসমা ওয়া সিফাত অর্থাৎ আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর একত্ববাদ– এটা হলো আল্লাহর নাম সমূহ ও তাঁর গুণাবলীর উপর ঈমান। মহান আল্লাহ যেভাবে তাঁর পবিত্র গ্রন্থে তাঁর ও তাঁর গুণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং রসূল (সঃ)-এর হাদীসে আল্লাহর সে গুণের উল্লেখ রয়েছে ঠিক সেভাবেই তাঁর প্রতি ঈমান নিয়ে আসাই হচ্ছে সকল একত্ববাদী ঈমানদারদের একমাত্র পথ। আল্লাহর গুণবাচক নামগুলোর প্রতি সাহাবাই কিরাম, তাবিঈ, তাবি-তাবিঈগণ এবং চার ইমাম অনুরূপ বিশ্বাস করেছেন, এতে কোন প্রকার মন্তব্যের অবতারণা করেননি। আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে যেমন আল্লাহর মুখমণ্ডল

www.WaytoJannah.com

Contents

আছে, তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন, তিনি আরশে সমাসীন আছেন। আল্লাহর কথা বলা, মহব্বত করা, হাসা, রাগান্বিত হওয়া ইত্যাদি এগুলো যেভাবে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই তার প্রতি ঈমান নিয়ে আসা প্রত্যেক একত্ববাদীর জন্য অপরিহার্য। আর এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির কখনো সাদৃশ্য হয় না এবং হতেও পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন– ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য নয়। **(সূরা আস্-শুরা ১১ আয়াত)**

﴿ فَلاَ تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ﴾

সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন স্যাদৃশ্য স্থির করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। **(সূরা নাহল ৭৪ আয়াত)**

কালেমা তাইয়্যেবা যারা মানবে ও বিশ্বাস করবে, তাদের প্রতি এই কালেমার আদেশ এই যে, তারা যেন এই ধরনের কোন নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কোনক্রমেই স্বীকার না করে যা অন্যায় নীতি বা পাপ কাজের আদেশ দেয়। আর তা কোন পীর বুজুর্গ, রাজা-বাদশাহ, নেতা ও মাতব্বর, আলিম-মওলানা–যার-ই হোক না কেন, তা কিছুতেই মেনে নেয়া যাবে না। এমনকি সব চেয়ে বেশী মান্য করার আদেশ হয়েছে যে পিতা-মাতাকে কিন্তু তাওহীদ স্বীকার করার পর সেই পিতা-মাতারও কোন অন্যায় আদেশ মানা যাবেনা, আল্লাহ তা'আলা তা পরিষ্কার নিষেধ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

﴿ وَإِنْ جٰهَدٰكَ عَلٰى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾

তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথ এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই। তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখি হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে , আমি তোমাদেরকে সে বিষয়ে জ্ঞাত করবো।

(সূরা লুকমান ১৫ আয়াত)

www.WaytoJannah.com

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلْ أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴾ (الزمر ٣٨)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূর করতে সক্ষম হবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে সক্ষম হবে। বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। (সূরা ঃ যুমার ৩৮ আয়াত)

আল্লাহ আমাদের তাওহীদের উপর কায়েম থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ إِنَّهُ تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ *

শির্ক সম্পর্কে খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَه وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِه وَأَصْحَابِه وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

www.WaytoJannah.com

Contents

﴿: إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا *

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি একক, যাঁর কোন শরীক নেই। যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি বর্ষিত হউক দরুদ ও সালাম যাঁর পরে কোন নবী নেই।

অতঃপর শির্কের ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اِنَّهٗ مَن يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾

অর্থাৎ নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। (মায়িদা-৭২)

রসূল (সঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সবচেয়ে বড় গুনাহ কি? তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বা সমকক্ষ বানানো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন– (বুখারী, মুসলিম)।

বড় শির্ক মানুষের সমস্ত আমলকে নষ্ট করে দেয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلَقَدْ اُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ.لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴾

অর্থাৎ অবশ্যই আমি তোমার কাছে এবং যারা (নবীরা) তোমার পূর্বে ছিল তাদের কাছে এই অহী পাঠিয়েছি যদি কোন শির্ক কর তবে অবশ্যই তোমার আমল নষ্ট হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(সূরা যুমার ৬৫ আয়াত)

এটি তিন প্রকার ঃ বড় শির্ক, ছোট শির্ক, এবং গুপ্ত শির্ক।

আল্লাহ বড় শির্ক ক্ষমা করেন না। শির্ক মিশ্রিত কোন নেক আমল কবূল করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا ﴾

www.WaytoJannah.com

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না আর এছাড়া অন্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করল সে সুদূর ভ্রান্তিতে পড়ে গেল।"

আল্লাহ আরো বলেছেন,

﴿ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ اعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾

অর্থ ঃ "আর মসীহ বললেন, হে বনী ইসরাঈল, ইবাদত কর আল্লাহর যিনি আমার প্রভু এবং তোমাদের প্রভু। যে আল্লাহর সাথে শরীক করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন। আর তার আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।"

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوْرًا ﴾

অর্থ ঃ "আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপে করে দেব।" তিনি আরো বলেছেন,

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾

অর্থ ঃ "তুমি যদি শির্ক কর তাহলে অবশ্যই তোমার আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।"

তিনি আরও বলেছেন, ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

অর্থ ঃ "তারা যদি শির্ক করে তাহলে তারা যে আমল করত সেটি অবশ্যই বাতিল হয়ে যাবে।"

বড় শির্ক চার প্রকার

প্রথম প্রকার ঃ দাওয়াতে বা আহ্বানে শির্ক ঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا

www.WaytoJannah.com

Contents

نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴾

অর্থ ঃ "যখন তারা নৌকায় আরোহন করে তখন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদের মুক্তি দিয়ে ডাঙ্গায় নিয়ে যান তখনই তারা শিরক করে।"

দ্বিতীয় প্রকার ঃ নীয়ত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক ঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارَ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হ'ল সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ করেছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বিনষ্ট হ'ল।"

তৃতীয় প্রকার ঃ আনুগত্য শিরক ঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ إِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا إِلَهًا وَّاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾

অর্থ ঃ "তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তা রূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্র মসীহ্কেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মা'বূদের ইবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তা থেকে তিনি পবিত্র।

এ আয়াতের সঠিক তাফসীর হচ্ছে, নাফরমানী ও অবাধ্যতার কাজে আলিম ও 'আবিদদের (ইবাদতকারীদের) আনুগত্য করা, তাদের ডাকা উদ্দেশ্য নয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদী বিন হাতিম কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলে বলেন, "আমরা তাদের ইবাদত করি না। তিনি তাকে আরো বললেন যে, তাদের ইবাদত হচ্ছে অবাধ্যতার কাজে তাদের আনুগত্য করা।

চতুর্থ প্রকার ঃ মহব্বত বা ভালবাসায় শিরক ঃ এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

www.WaytoJannah.com

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ﴾

অর্থ ঃ "মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) অংশীদার সাব্যস্ত করে তারা তাদেরকে আল্লাহর ভালবাসার মতোই ভালবাসে।"

শিরকের দ্বিতীয় প্রকার

ছোট শির্ক। এটি হচ্ছে রিয়া বা লোক দেখানোর ইচ্ছা।

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ أَحَدًا ﴾

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাত করার আশা রাখে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

শির্কের তৃতীয় প্রকার

গুপ্ত বা সূক্ষ্ম শির্ক ঃ এর প্রমাণ মহানবীর (স'ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী ঃ

﴿ اَلشِّرْكُ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ عَلٰى صَفَاةٍ سَوْدَاءِ فِيْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ﴾

অর্থ ঃ "এ উম্মতের শির্ক রাতের আঁধারে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ের পদধ্বনির চেয়েও গুপ্ত বা সূক্ষ্ম।"

এর কাফ্ফারা হচ্ছে মহানবীর (স'ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাণী ঃ

﴿ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِيْ لاَ أَعْلَمُ ﴾

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি জ্ঞাতসারে তোমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং না জেনে করা পাপের জন্য তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

www.WaytoJannah.com

Contents

নামায পরিত্যাগকারীর বিধান সম্পর্কিত খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا – إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾

সমস্ত প্রশংসা সেই বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য যিনি তাঁর বান্দার কল্যাণের জন্যই যাবতীয় বিধি বিধান সহ ইহ জগতে পাঠিয়েছেন। এবং তাঁর প্রিয় নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর বর্ষিত হোক দরুদ ও সালাম।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"তাদের পরে আসল তাদের পরবর্তী অপদার্থ লোকগুলো, তারা নামায নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু তারা নয় যারা তওবা করেছে, ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, (তারা এর ব্যতিক্রম)।" (সূরা মারিয়াম ঃ ৫৯-৬০)

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'নামায নষ্ট করল' এর অর্থ এই নয় যে, নামায সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছে। বরং নির্দিষ্ট সময়ের পরে আদায় করেছে।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন,

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ – اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴾

"সুতরাং ওয়াইল নামক দোযখের কঠিন শাস্তি সেই নামায আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন।" (সূরা মাঊন ঃ ৪-৫)

অর্থাৎ তারা নামাযের ব্যাপারে আলস্য ঔদাসিন্য প্রদর্শন করে থাকে।

www.WaytoJannah.com

সা'আদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন,

﴿ اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴾

অর্থাৎ যারা তাদের নামাযের সময় বিলম্বিত করে। এই ধরনের লোকদিগকে কুরআন অবশ্য নামাযী বলে আখ্যায়িত করেছে, কিন্তু নামায আদায়ে আলস্য ও ঔদাসিন্য প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে 'ওয়াইল' বা কঠিন শাস্তির সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। কারও মতে জাহান্নামের কূপ বিশেষকে 'ওয়াইল' বলা হয়েছে। এতে পৃথিবীর পাহাড় পর্বতগুলি নিক্ষিপ্ত হলে এর ভীষণ উত্তাপে পাহাড় পর্বতের পাথরগুলি পর্যন্ত বিগলিত হয়ে যাবে।

এটা এমন লোকের বাসস্থান হবে যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর বিলম্বে তা আদায় করে থাকে, তবে তারা অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে মুক্তির আশা করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততিগণ যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন করে দিতে না পারে– যারা এরূপ করবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরা মুনাফিকুন ঃ ৯)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

« أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ نَقِصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ »

কিয়ামতের দিন বান্দার আমলগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে যে বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে তা হচ্ছে নামায। নামায ঠিক মত আদায় হলে সে সাফল্য অর্জন ও মুক্তি লাভ করবে, অন্যথায় সে ব্যর্থতার নৈরাশ্যে নিমজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (তাবারানী)

www.WaytoJannah.com

Contents

জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ বেহেশতের অধিকারীগণ অপরাধীগণকে জিজ্ঞাসা করবে–

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ – وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ – وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ـ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ـ حَتّٰى اَتٰنَا الْيَقِيْنُ ـ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ ﴾

"তোমাদেরকে কিসে 'সাকারে' (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? উত্তরে তারা বলবে ঃ আমরা মুসল্লীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে অন্নদান করতাম না, আমরা সমালোচকদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম এবং আমরা কর্মফল দিনকে অস্বীকার করতাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের নিকট নিশ্চিত মৃত্যুর আগমন ঘটল। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন উপকারে আসবে না।" (সূরা মুদ্দাসসির ৪২-৪৮)

রসূলুল্লাহ (সঃ) সহীহ হাদীসে বলেছেন ঃ

« اَلْعَهْدَ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ »

"আমাদের এবং অমুসলিমদের মধ্যে (পার্থক্য সূচিত করে) নামাযের প্রতিশ্রুতি, যে নামায পরিত্যাগ করেছে সে কাফির হয়েছে।" (আহমাদ, আবূ দাউদ ও নাসায়ী)

অপর এক সহীহ হাদীসে তিনি বলেন,

« بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ »

"মু'মিন বান্দা এবং কাফিরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।" (আহমাদ, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী)

সহীহ বুখারী শরীফে আছে– রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

« مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ »

যার আসরের নামায ছুটে গেছে তার আমল বরবাদ হয়ে গেছে।

সুনান গ্রন্থাবলীতে আছে– রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

« مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ »

www.WaytoJannah.com

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিল সে আল্লাহর যিম্মাদারী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

তিনি আরও বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ

আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি যতক্ষণ না তারা মুখে উচ্চারণ করবে, "লা- ইলাহা ইল্লাল্লা-হ", নামায প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত পরিশোধ করবে। এরূপ করলে তারা আমার পক্ষ হতে জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। ঐগুলির হক নিয়মিতভাবে আদায় করতে হবে–অর্থাৎ আল্লাহ এবং তার রসূলের নির্দেশ মত ঐগুলি আদায় করতে হবে। এর ফলে তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায় থেকে যাবে। (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি আরও বলেছেন,

« مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَقَارُونَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ »

যে ব্যক্তি সঠিকভাবে নামাযের হেফাযত করবে, কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য আলোকবর্তিকা, পথের দিশারী ও মুক্তির কারণ হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবে না, তার জন্য উহা না হবে আলোকবর্তিকা, না হবে পথের দিশারী, না হবে মুক্তির অবলম্বন, কিয়ামতের দিন ফিরআউন, কারুন, হামান এবং উবাই বিন খাল্‌ফের সঙ্গে তার উত্থান হবে। (মুসনাদ ও তাবারানী)

উমার (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করল ইসলামে তার কোনই অংশ রইল না।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

www.WaytoJannah.com

Contents

« مَنْ تَرَكَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ »

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয নামায পরিত্যাগ করল, তার উপর হতে মহান ও মহীয়ান আল্লাহর যিম্মাদারী খতম হয়ে গেল। (আহমাদ)

ইমাম বায়হাকী তদীয় সনদ সহ বর্ণনা করেন, উমার (রাঃ) বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে বলল, ইয়া রসূলুল্লাহ! ইসলামের কোন্ কাজটি আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয়। তিনি বললেন,

« اَلصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا وَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ فَلاَ دِينَ لَهُ وَالصَّلاَةُ عِمَادُ الدِّينِ »

নামায, নির্দিষ্ট সময়ে সেটা আদায় করা। যে নামায পরিত্যাগ করল তার কোন ধর্ম নাই আর নামায হচ্ছে ধর্মের ভিত্তি।

সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন,

« مُرُوا الصَّبِيَّ الصَّلاَةَ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا »

বালক (ও বালিকা) যখন ৭ বৎসর বয়সে উপনীত হয় তখন তাকে নামাযের আদেশ দাও এবং যখন সে দশ বৎসর বয়সে পৌঁছে তখন নামায না পড়লে তাকে প্রহার কর।

এক বর্ণনায় রয়েছে,

« مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ »

সাত বৎসর বয়সে নিজ সন্তান-সন্ততিকে নামাযের আদেশ দাও, দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার কর এবং পৃথক পৃথক শয্যায় তাদের শয়নের ব্যবস্থা কর।

ইমাম আবূ সুলায়মান খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাচ্চা নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছে নামায পরিত্যাগ করলে তার শাস্তির কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে।

সামর্থ থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে নামায পরিত্যাগ করার শাস্তি সম্পর্কে

www.WaytoJannah.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ـ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ ﴾

কিয়ামতের দিন (ভীত-বিহ্বল অবস্থায় ছুটাছুটি করতে করতে বেনামাযীদের) যখন হাঁটু পর্যন্ত পা উন্মোচিত হবে (সেই চরম সংকটময় দিনের কথা স্মরণ কর) যেদিন সিজদা করার জন্য তাদেরকে আহ্বান করা হবে কিন্তু তারা উহা করতে সক্ষম হবে না; তাদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে সিজদা করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। (কিন্তু তারা তা করে নাই)

(সূরা আল-কলম ৪২-৪৩)

কিয়ামতে তাদেরকে অনুশোচনার অপমান জ্বালা ভোগ করতে হবে, অথচ ইহকালে তাদেরকে নামাযের দিকে আহ্বান জানান হয়েছিল।

কা'আব আল আহ্বার (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! এই আয়াতটি জামা'আত পরিত্যাগকারীদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। সামর্থ থাকা সত্ত্বেও জামা'আত পরিত্যাগকারীদের জন্য ইহা অপেক্ষা কঠিন ও সুস্পষ্ট হুশিয়ারী আর কি হতে পারে?

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فيوم الناس ثُمَّ انْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِّنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فِي الْجَمَاعَةِ فَاحْرِقَ عَلَيْهِمْ بيوتعلم بِالنَّارِ

আমার ইচ্ছা হয় এই নির্দেশ জারী করতে যে, এক ব্যক্তি ইমাম হয়ে নামায প্রতিষ্ঠা করুক, আর আমি লাকড়ি বহনকারী একদল সহচরসহ ঐ সকল লোকের ঘর বাড়ীতে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দেই যারা নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

www.WaytoJannah.com

Contents

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

« مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ بِالصَّلاَةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اِتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قِيْلَ وَمَا الْعُذْرُ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ : خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تقبل منه الصلاة الَّتِيْ صَلّٰى يَعْنِيْ فِيْ بَيْتِهِ »

যে ব্যক্তি আযান শুনল এবং উহার অনুসরণের পথে অর্থাৎ জামা'আতে হাযির হওয়ার ব্যাপারে কোন ওযরই প্রতিবন্ধক রূপে না দাঁড়াল, তার ঘরে-পড়া কোন নামাযই কবূল হবে না। প্রকৃত ওযর কি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নবী (সঃ) বললেন, ভয় কিংবা রোগ। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ ও ইবনু হিব্বান)

মুস্তাদ্রকে হাকিমে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে– রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

"তিন ব্যক্তির উপর আল্লাহর অভিশাপ ঃ (১) সেই ইমাম যাঁর উপর সমাজের লোক নারাজ, (২) স্বামী নারাজ থাকা অবস্থায় রাত্রি যাপনকারিণী স্ত্রী এবং (৩) যে ব্যক্তি 'হাইয়্যা আলাস্সালাহ' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' শুনিয়াও উহাতে সাড়া দেয় না অর্থাৎ জামা'আতে হাযির হয় না।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সত্যিকারের নামাযী হওয়া তাওফীক আতা ফরমান। আমীন।

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لَنَا وَلَكُمْ وَلِكَافَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

www.WaytoJannah.com

রোযা বিষয়ক খুৎবা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ
لَهٗ وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ
وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا أَمَّا بَعْدُ
فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - ﴿ يٰاَيُّهَا
الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ * اَيَّامًا مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * شَهْرُ رَمَضَانَ
الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ - فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْعَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ
اُخَرَ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ * وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ
قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُوْنَ ﴾

হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূববর্তীগণকে দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার। নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ পীড়িত হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে। এটা যাদেরকে সাতিশয় কষ্ট দেয় তাদের কর্তব্য এর পরিবর্তে ফিদ্‌য়া-একজন অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান

www.WaytoJannah.com

Contents

করা। যদি কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করে তবে তা তার পক্ষে অধিক কল্যাণকর। যদি তোমরা উপলব্ধি করতে তবে বুঝতে সিয়াম পালন করাই তোমাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর। রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এই মাস পাবে তারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে এবং কেউ পীড়িত থাকলে কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না, এই জন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করার কারণে তোমরা আল্লাহর মহিমা কীর্তন করবে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৬)

রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রামাযান মাসে সিয়াম পালন করে, তার পূর্বের গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের প্রত্যাশায় রামাযান মাসে রাত্রি ইবাদতে কাটাবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হবে; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের প্রত্যাশায় ক্বদর রজনী ইবাদতে কাটাবে তার পূর্বকৃত গুনাহসমূহ মা'ফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বানী আদমের প্রত্যেক নেক আমল দশ হতে সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সিয়াম এর ব্যতিক্রম। সিয়াম আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব। কেননা সায়েম কেবল আমার উদ্দেশ্যেই কাম-ক্রোধ দমন করে ও পানাহার থেকে বিরত থাকে। সায়েমের জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রভুর সঙ্গে দীদারের মুহূর্তে। সায়েমের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মৃগনাভির হেয়েও উত্তম। সিয়াম ঢালস্বরূপ। সায়েম অশালীন ভাষায় বা কর্কশভাবে কথা বলবেনা কেউ তাকে গালি দিলে অথবা তার সাথে কলহ-বিবাদে লিপ্ত হলে তার বলা উচিত ঃ আমি সিয়ামে রত আছি। (বুখারী ও মুসলিম)

www.WaytoJannah.com

« عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَفِيْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ » متفق عليه –

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন রামাযান মাস আসে তখন আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায়– জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয়। শয়তানকে শৃংখলাবদ্ধ করা হয়। অন্য বর্ণনা মতে রাহমাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতে আটটি দরজা আছে। তার মধ্যে একটি দরজার নাম রাইয়ান। সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

সিয়াম পালনকারীকে কুরআন ও হাদীসে নিষিদ্ধ সমস্ত কর্ম ও আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

« مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ فِيْ أَنْ يَّدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »

যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকালে মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচরণ পরিহার করতে পারল না, তার আহার্য ও পানীয় পরিহারে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। (বুখারী)

শেষ রাত্রে সাহ্‌রী খেতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ﴾

এবং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না রাত্রির কালো রেখা হতে ফজরের শুভ্র রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৭)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "তোমরা সাহ্‌রী খাও, কেননা সাহ্‌রীতে বরকত রয়েছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

www.WaytoJannah.com

Contents

যদি কোন কারণে সাহ্‌রী খাওয়া সম্ভব না হয় তাহলে না খেয়েই সিয়াম পালন করতে হবে।

সাহ্‌রীর শেষ সময় সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ ، قُلْتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَ ٱلْآذَانِ وَالسُّحُوْرِ؟ قَالَ قَدْرُخَمْسِيْنَ اٰيَةً

আনাস (রাঃ) সায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাহ্‌রী করলাম, পরে রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামাযের জন্য দাঁড়ালেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আযান এবং সাহ্‌রীর মধ্যে কতটুকু সময়? তিনি বলেন, পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করতে যতটুকু সময় প্রয়োজন। (বুখারী)

সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করা ইসলামী শরীয়তের নির্দেশ।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ » رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد

সাহাল বিন সা'দ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত মুসলিম সমাজ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে ততদিন পর্যন্ত তারা কল্যাণের অধিকারী হবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন)

عَنْ اَبِيْ هُـرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى يُؤَخِّرُوْنَ » (رواه ابوداؤود وابن ماجة)

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ দীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন পর্যন্ত মানুষ তাড়াতাড়ি ইফতার করবে। কেননা ইয়াহুদ-নাসারাগণ দেরিতে ইফতার করে। (আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)

www.WaytoJannah.com

مَنْ فَطَّرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِّذُنُوْبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রামাযান মাসে রোযাদারকে ইফতার করাবে তার পাপসমূহ মাফ করা হবে এবং জাহান্নাম থেকে সে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

وَكَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئٌ

অর্থ ঃ এবং রোযাদারের সম পরিমাণ নেকী পাবে, তাই বলে রোযাদারের নেকীর কোন কিছুই কমবেনা–(বায়হাকী)।

عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا : «مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً» اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

★ মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রামাযান বা রামাযানের বাইরে (তিন রাক'আত বিতরসহ) এগার রাক'আতের বেশী রাতের নফল সালাত আদায় করতেন না'। (বুখারী ১/৫৪ পৃঃ, মুসলিম ১/২৫৪)

★ হযরত ওমরের খেলাফত কাল থেকেই জামা'আতের সাথে পূর্ণ রামাযান মাস তারাবীহ পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। হযরত ওমর তারাবীহ জামা'আতের ব্যবস্থা করতঃ তামীমদারীকে ইমাম নিযুক্ত করে বেতেরসহ এগার রাক'আত নামায পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন–(মুয়াত্তা)।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন তোমাদের সামনে একটি মাস এসেছে; যাতে একটি রাত রয়েছে যা সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–যারা ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় ক্বদরের রাত্রিতে এবাদত বন্দেগী করবে তাদের পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে—বুখারী।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ *

www.WaytoJannah.com

Contents

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুববুন তুহিব্বুল আফ্ওয়া ফ'া-ফু আন্নী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও– মুসনাদে আহ্মাদ।

আল্লাহ আমাদের এই মহিমান্বিত রামাযান মাসে অধিক ইবাদত করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ إِنَّهُ تَعَالٰى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ *

ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের উপর খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهٗ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهٗ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান সত্তার যাঁর শক্তি ব্যতীত ঈমানদার হওয়ার এবং মুমিন হিসেবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এবং তাঁরই প্রেরিত নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বর্ষিত হোক দরুদ ও সালাম।

www.WaytoJannah.com

Contents

সম্মানিত মুসলিম ভাইগণ।

ঈমান বিনষ্টকারী কতিপয় বিষয় রয়েছে, যেমন ওযূ বিনষ্টকারী কিছু বিষয় রয়েছে। যখন ওযূ সম্পাদনকারী ওগুলির একটি করে বসে তখন তার ওযূ নষ্ট হয়ে যায়। তাকে ওযূ নবায়ন করতে হয়। ঈমানও ঠিক সেরূপ।

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় চারটি ঃ

প্রথমটি আবার কয়েক প্রকার ঃ

১। কোন ব্যক্তির এই দাবী করা যে, সে প্রভু। যেমন, ফিরআউন বলেছিল,

﴿ اَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلٰى ﴾ سورة النازعات ٢٤)

অর্থঃ আমি তোমাদের মহান প্রভু। (নাযি'আত ২৪ আয়াত)

২। এই দাবী করা যে, ওয়ালীদের এক দল আছে। তারা বিশ্ব চরাচরের বিষয়াদি দেখাশোনা করেন অথচ তারা প্রভুর অস্তিত্বে স্বীকৃতি দেয়। এই আকীদায় এদের অবস্থা ইসলাম পূর্ব যুগের মুশরিকদের (বহু প্রভুবাদীদের) চেয়েও শোচনীয়। কারণ, তারা তো স্বীকার করত একমাত্র আল্লাহই বিশ্ব চরাচরের বিষয়াদি দেখাশোনা করেন। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ قُلْ مَن يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ اَمَّن يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللهُ فَقُلْ اَفَلاَ تَتَّقُوْنَ ﴾ (سورة يونس ٣١)

অর্থঃ "বল, কে তোমাকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন! কে শ্রবণ ও দর্শনের মালিক! কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন! কে বিষয়াদি দেখাশোনা করেন! তাহলে তারা বলবে আল্লাহ। অতএব, বল, তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না? (সূরা ইউনুস আয়াত ৩১)

৩। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ সৃষ্টজীবের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন এমনকি দামেস্কে সমাধিস্থ ইবনু আরবী বলেছে–

اَلرَّبُّ عَبْدٌ وَالْعَبْدُ رَبٌّ يَا لَيْتَ شَرْعِيْ من المكلف

অর্থ ঃ প্রভুই বান্দা, বান্দাই প্রভু। অতএব, শরীয়ত কে মেনে চলবে?

হাল্লাজ বলেছে– اَنَا هُوَ ، وَهُوَ اَنَا

অর্থ ঃ আমিই সে, (প্রভু) সে-ই আমি।

www.WaytoJannah.com

Contents

এর পরিপ্রেক্ষিতে আলিমগণ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

তারা যে সব কথা বলে তা থেকে আল্লাহ অনেক উর্ধে।

৪। যারা সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বৃক্ষরাজি, শয়তান প্রভৃতির ইবাদত-অর্চনা করে এবং প্রকৃত উপাস্যের ইবাদত পরিত্যাগ করে যিনি এ সকল জিনিস সৃষ্টি করেছেন। এগুলো না কোন উপকার করতে পারে, না ক্ষতি করতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴾

অর্থ ঃ আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য চন্দ্রকে সাজদাহ কর না। আল্লাহকে সাজদাহ কর যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই এবাদত কর। (ফুসসিলাত ৩৭ আয়াত)

৫। যারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর ইবাদতে কতিপয় সৃষ্টজীবকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। যেমন, আওলিয়া। চাই এগুলো মূর্তির রূপে হোক অথবা কবর ইত্যাদির রূপে। এরাই ইচ্ছে ইসলাম পূর্ব যুগের আরব মুশরিক। তারা দুঃসময়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে, তাঁকেই ডাকত আর সুসময়ে এবং বিপদ কেটে গেলে অন্যকে ডাকত। কুরআন এদের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেছে–

﴿ فَإِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴾ (سورة العنكبوت : ٦٥)

অর্থ ঃ যখন তারা নৌকায় আরোহণ করে তখন নিখাদচিত্তে আল্লাহকে ডাকে। যখন তিনি মুক্তি দিয়ে তাদের ডাঙ্গায় নিয়ে যান তখনই তারা শির্ক করে বসে। (সূরা আনকাবূত ৬৫ আয়াত)

আল্লাহ তাদের মুশরিক বলে অভিহিত করেছেন। অথচ তারা নৌকাডুবির আশংকায় একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করত। কারণ, তারা নিরন্তর আল্লাহকে ডাকেনি বরং মুক্তি লাভের পর অন্যকে ডেকেছে।

www.WaytoJannah.com

৬। আল্লাহ যদি ইসলাম পূর্ব আরবদের অবস্থায় সন্তুষ্ট না হন বরং তাদের কাফের বলে অভিহিত করে থাকেন এবং তাঁর নবীকে তাদের সাথে লড়াই করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কারণ, তারা সুসময়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে ডেকেছে এবং অসময়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকলেও তিনি তা গ্রহণ করেননি, তাদের মুশরিক বলে অভিহিত করেছেন– তাহলে আজ ঐ সকল মুসলমানের অবস্থা কি হতে পারে যারা সুখে দুঃখে মৃত ওয়ালীদের আশ্রয় নেয় এবং তাদের নিকট এমন কিছু চায় যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। যেমন– রোগমুক্তি, জীবিকা, হেদায়েত ইত্যাদি কামনা করা।

তারা ওয়ালীদের জন্য সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যায় অথচ তিনিই আরোগ্য দানকারী, জীবিকাদানকারী, হেদায়েত দানকারী। এসব মৃত ব্যক্তির কোনই ক্ষমতা নেই। তারা কারোর ডাকও শুনতে পায় না। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ (سورة فاطر الأيتين : ١٣، ١٤)

অর্থ ঃ তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রদক্ষিণ করে। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রভু, সাম্রাজ্য তাঁরই আর তোমরা তাকে বাদ দিয়ে যাদের ডাক তাদের কিছুই নেই। তোমরা যদি তাদের ডাক তাহলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পাবে না আর যদি শোনেও তাহলে তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এবং কিয়ামতের দিন তারা তোমাদের কুফ্রকে অস্বীকার করবে আর অভিজ্ঞের ন্যায় কেউ সংবাদ দিতে পারে না। (সূরা আল-ফাতির ১৩-১৪ আয়াত)

এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, মৃতরা আহ্বানকারীদের ডাক শোনে না এবং তাদেরকে ডাকা বড় শির্ক। কেউ কেউ বলতে পারে, আমরা বিশ্বাস করি না যে এই সকল ওয়ালী ও বুযুর্গ ব্যক্তিগণ কোন উপকারে বা অপকার করতে

www.WaytoJannah.com

Contents

পারেন; বরং আমরা তাদের মাধ্যমে এবং সুপারিশকারী হিসেবে গ্রহণ করি। আমরা তাদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করি। তাদের এ কথার উত্তর হচ্ছে, ইসলাম পূর্ব মুশরিকরাও ঠিক এই একই আক্বীদা-বিশ্বাস পোষণ করত। কুরআনের ভাষায় ঃ

﴿ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴾ (سورة يونس : ١٨)

অর্থ ঃ আর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর এবাদত করে যা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না এবং তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপরিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের জ্ঞান দিতে চাও যা তিনি আকাশ ও পৃথিবীতে জানেন না। আমি তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আর তারা যে শির্ক করে তা থেকে তিনি উর্ধ্বে। (সূরা ইউনুস ১৮ আয়াত)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যের ইবাদত করে এবং অন্যকে ডাকে সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। যদিও সে বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কোন উপকার ও অপকার করতে পারে না বরং সুপারিশ করে।

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে বলেছেন ঃ

﴿ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَاهُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴾ (سورة الزمر : ٣)

অর্থ ঃ আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে (অন্যদের) ওয়ালী বানিয়ে নিয়েছে, (তারা বলে) আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের দ্বন্দ্বমুখর বিষয়ের নিষ্পত্তি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহর মিথ্যাবাদী ও অস্বীকারকারীদের হেদায়েত করেন না। (সূরা আয-যুমার ৩ আয়াত)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য লাভের

www.WaytoJannah.com

নিয়তে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ডাকে সে কাফের। কারণ, ডাকাই হচ্ছে ইবাদত। (তিরমিযী) এটি হাসান (উত্তম) সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস।

৭। ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান অনুযায়ী শাসন করা– যদি শাসক বিশ্বাস করে যে, এটি অনুপযোগী অথবা আল্লাহর আইন বিরোধী কোন আইনকে জায়েয করে। কারণ, শাসন কারও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণীঃ

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ ﴾ (سورة المائدة : ٤٤)

অর্থ ঃ শাসন একমাত্র আল্লাহর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তোমরা কেবল তাঁরই এবাদত করবে। এটিই হচ্ছে সুদৃঢ় দীন। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ৪০ আয়াত)

আরো প্রমাণ ঃ

﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ ﴾ (سورة المائدة : ٤٤)

অর্থ ঃ আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী শাসন করে না তারা কাফের। (সূরা আল-মায়েদা ৪৪ আয়াত)

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়তকে উঠিয়ে দিয়ে তদস্থলে আল্লাহর আইনের বিরোধী মনগড়া আইন প্রয়োগ করল এই বিশ্বাস নিয়ে যে, এটি অনুপযোগী তাহলে এটি এমন কুফর যা বিশ্বাসকারীকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

৮। ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়ের মধ্যে আরো রয়েছে আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্ট না হওয়া অথবা এ বিধানে কোন সংকীর্ণতা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আবিষ্কার করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴾

অর্থ ঃ তোমার প্রভুর শপথ, তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ তারা তাদের দ্বন্দ্বমুখর বিষয়ে তোমাকে বিচারক না মানবে অতঃপর তোমার দেয়া

www.WaytoJannah.com

Contents

ফায়সালায় মনে কোন দ্বিধা না রাখবে এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ না করবে। (সূরা আন-নিসা ৬৫ আয়াত)

অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করে। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ * ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴾ (سورة محمد : ٨–٩)

অর্থ ঃ আর যারা কুফ্‌র করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুঃখ এবং তারা তাদের আমলগুলোকে ভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে। এটি এ কারণে যে, তারা আল্লাহর অবতীর্ণ ওয়াহীকে অপছন্দ করেছে। তাই তিনি তাদের আমলসমূহ বাতিল করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মাদ ৮-৯ আয়াত)

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لَنَا وَلَكُمْ وَلِكَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ -

মাতা পিতার অধিকার সম্পর্কিত খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا - أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :

:﴿ وَقَضٰى رَبُّكَ أَنْ لاَّ تَعْبُدُوْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا - وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا (بني إسرائيل ٢٤)

www.WaytoJannah.com

সমস্ত গুণগান বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর। অতঃপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই নবী মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর প্রতি যাঁর পর কোন নবী নেই।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এবং পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌছে তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিওনা। বরং তাদের সাথে ভদ্র আচরণ করবে। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল, হে আমার প্রতিপালক তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বানী ইসরাইল ২৪)

হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

عَنْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللهِ ؟ (وَفِىْ رِوَايَةٍ : اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟) قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا ـ قُلْتُ : ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ ـ قُلْتُ : ثُمَّ اَىٌّ ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ٭

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম কোন কাজটা আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়? (অন্য রিওয়ায়াতে কোন কাজটা উত্তম)। তিনি (সঃ) বললেন, সময় মত নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোনটা? হুজুর (সঃ) বললেন, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কোনটা? হুযুর (সঃ) বললেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

হাদীসটি ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ আরও অনেকে বর্ণনা করেছেন।

اخرج ابن ابى شيبة عَنْ مُعاذِ ابْنْ جَبَلٍ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) انّهُ قِيْلَ لَهُ : مَاحَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ ؟ قَالَ : لَوْ خَرَجْتَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ مَا اَدَّيْتَ حَقَّهُمَا ٭

www.WaytoJannah.com

Contents

ইবনু আবী শায়বাহ মায়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সন্তানের উপর মাতা পিতার কি হক? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, তোমার সমস্ত ধন সম্পদ যদি তাঁদেরকে দিয়েও দাও তবুও তাঁদের হক আদায় করতে পারবে না।

حَدَّثَنَا سَعِيْدِ بْنُ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ : اَنَّه شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَرَجُلٌ يُّمَانِّى يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ اُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِه يَقُوْلُ : اِنِّى لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلُ اِنْ اُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ اُذْعَرْ قَالَ : يَا ابْنَ عُمَرَ اَتَرَانِيْ اَنِّىْ جَزَيْتُهَا؟ قَالَ : لا ! وَلاَبِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ اَيْ مِنْ رَفَرَاتِ الطَّلْقِ عِنْدَ الْوِلاَدَةِ *

ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় কিতাব আল-আদাবুল মুফরাদে আদমের বরাতে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুবা হতে আর শুবা সাঈদ ইব্নে আবূ বুরদা হতে বর্ণনা করে বলেন, আমার পিতাকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, ইবনে ওমর (রাঃ) এক ইয়ামানী ব্যক্তিকে কা'বা (ঘর) তাওয়াফ করতে দেখলেন এ অবস্থায় যে তিনি তার মাকে নিজের পিঠে বহন করছেন আর বলছেন, আমি (আমার মাতার) বাধ্য উট স্বরূপ। যদিও উট তার সওয়ারীকে ফেলে পলায়ন করে কিন্তু আমি ঐ রকম করব না। অতঃপর ঐ ব্যক্তি বললেন ঃ হে ইবনু ওমর! আপনি কি মনে করেন যে, আমি আমার মাতার প্রতিদান দিয়েছি? তদুত্তরে তিনি বললেন ঃ তোমাকে প্রসব করার সময় তার দীর্ঘ একটি শ্বাস কষ্টের প্রতিদানও দাওনি।

পিতা-মাতার আনুগত্য করা ওয়াজিব এ মর্মে আল্লাহর রাসূলের হাদীস ঃ

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : اَوْصَانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتِسْعٍ : لاَتُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّاِنْ قُطِّعْتَ اَوْ حُرِّقْتَ ـ وَلاَ تَتْرُكَنَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ مُتَعَمِّدًا وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ـ وَلاَ تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَاَطِعْ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا وَلاَتُنَازِعَنَّ وَلاَةَ الْاُمُوْرِ ـ

www.WaytoJannah.com

وَاِنْ رَأَيْتَ اَنَّكَ اَنْتَ ـ وَلاَ تَفِرُّ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكْتَ وَلاَ تَرْفَعْ عَصَاكَ عَلَى اَهْلِكَ وَاَخِفْهُمَا فِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ *

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নয়টি বিষয়ে ওয়াসিয়াত করেছেন ঃ- (১) কেটে টুকরো টুকরো করলে অথবা আগুনে জ্বালিয়ে দিলেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে কখনও ফরয নামায ত্যাগ করিও না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করল (আল্লাহর কাছ থেকে) সে জিম্মা মুক্ত হয়ে গেল। (৩) কখনও শারাব বা মদ পান করবে না, কারণ মদ হল সকল অপকর্মের চাবিকাঠি। (৪) তোমার মাতা-পিতার আনুগত্য কর। যদি তাঁরা তোমাকে তোমার দুনিয়ার (যাবতীয় কাজ) থেকে বের হয়ে যেতে বলে তবে তাঁদের নির্দেশ পালনার্থে তাই করবে। (৫) যদিও তুমি তোমাকে অনেক বড় মনে কর তবুও তুমি যুদ্ধ ক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করো না। (৭) তোমার সাধ্যনুযায়ী তোমার পরিবার বর্গের উপর খরচ কর। (৮) তোমার পরিবার বর্গের উপর হতে (আদবের) লাঠি উঠিয়ে নিও না। (৯) তাদেরকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভয় দেখাইও।

হাদীসটি ইমাম বুখারী তদ্বীয় কিতাব "আল-আদাবুল মুফরাদে" শাহর বিন হাওশাবের মধ্যস্থতায় দারদার মাতার বরাতে তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, শাইখ আহমদ গুমারী বলেছেন ঃ হাদীসটি হাসান, শাহর বিন হাওশাব নির্ভরযোগ্য রাবী। এ হাদীসের আরও সাক্ষী আছে।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : اَتَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّنِيْ اَشْتَهِيْ الْجِهَادَ وَلاَ اَقْدِرُ عَلَيْهِ ـ قَالَ هَلْ بَقِيَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ ؟ قَالَ : اُمِّيْ ـ قَالَ فَاْبَلِ اللهَ فِيْ بِرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ فَاَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ ـ

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন; এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট এসে বললঃ আমি জিহাদে যেতে আগ্রহী, কিন্তু আমার জিহাদ করার মত ক্ষমতা নাই। রসূল (সঃ) বললেন, তোমার মাতা-পিতার কেউ বেঁচে আছেন কি? লোকটি বলল ঃ আমার মা আছেন। রসূল (সঃ) বললেন ঃ তার সাথে ভাল ব্যবহারে আল্লাহ বরকত

www.WaytoJannah.com

Contents

রেখেছেন। যদি তুমি তা কর তবে তুমি হাজী, উমরাহকারী ও মুজাহিদ হয়ে যাবে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ الْمَصِيْرُ - وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَالَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا *

তুমি আমার শুকর আদায় কর এবং তোমার মাতা-পিতার; (কেননা) আমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর যদি তারা উভয়ে তোমাকে এ কথার উপর চাপ দেয় যে, তুমি আমার সাথে এমন কোন বস্তুকে শরীক সাব্যস্ত কর, যার (উপাস্য হওয়ার) কোন প্রমাণ তোমার নিকট নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না, এবং পার্থিব বিষয়ে সদ্ভাবে তাদের সাহচর্য করে যাবে।

(সূরা ঃ লোক্বমান-১৪-১৫)

এ আয়াত থেকে জানতে পারলাম মুশরিক পিতা-মাতার সহিতও উত্তম আচরণ প্রকাশ ওয়াজিব।

সহীহ মুসলিমে একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مِنْ طَرِيْقِ مُصْعَبِ بْنِ سَعَدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: حَلَفَتْ اُمُّ سَعَدٍ لاَتُكَلِّمُه اَبَدًا حَتّٰى يَكْفُرَ بِدِيْنِه قَالَتْ : زَعَمْتَ اَنَّ اللّٰهَ اَوْصَاكَ بِوَالِدَيْكَ فَاَنَا اُمُّكَ وَاَنَا اٰمُرُكَ بِهٰذَا فَنَزَلَتْ وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ *

মুস্'আব বিন সা'দ তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করে বলেনঃ সা'দের মা হলফ করে বলেন যে, তিনি তার ধর্ম না ছাড়া পর্যন্ত তার সাথে কখনও কথা বলবেন না। তিনি (সা'দের মা) বললেনঃ তুমি জান আল্লাহ তোমার মাতা পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর আমি তোমার মা, আমি তোমাকে এই হুকুমই করি।

তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ *

এবং আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছি।

(সূরা ঃ লুকমান-১৪)

www.WaytoJannah.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ !مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ؟ قَالَ: اُمُّكَ ! قَالَ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ :اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ :اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ *

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদিন একজন লোক রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! আমার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা! লোকটি জিজ্ঞেস করলো; তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা! লোকটি আবারও জিজ্ঞেস করলো, তারপর কে? তিনি বললেন ঃ তোমার পিতা!

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল সদ্ব্যবহারের বেলায় পিতার উপর মাতার অগ্রাধিকার।

নিম্ন বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এদিকেই ইংগিত করেছেন।

وَوَصَّيْنَا الاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِىْ عَامَيْنِ *

"আমি (আল্লাহ) মাতা-পিতার হক বুঝার জন্য মানুষকে ওয়াসিয়াত (তাকিদ) করেছি। তার মা কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে পেটে বহন করেছেন আর দুধ ছাড়াতে পূর্ণ দু'বছর লেগেছে।" (সূরাঃ লুকমান-১৪)

اَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيْقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَالِكُمُ الْبِرُّ وَكَانَ بَرًّا بِاُمِّهٖ *

ইমাম নাসাঈ যুহরীর বরাতে এবং তিনি উরওয়াহ হতে এবং উরওয়াহ হযরত আয়িশা হতে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ)

www.WaytoJannah.com

Contents

বলেছেনঃ আমি বেহেশতে প্রবেশ করে কুরআন পাঠ শুনলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন পাঠকারী কোন ব্যক্তি? বলা হল, হারিসা ইবনে নু'মান। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ সৎলোক এ রকমই হয় তিনি (হারিসা) তাঁর মাতার সেবক ছিলেন।

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মাতা-পিতার সেবা বেহেশতে প্রবেশ করা ওয়াজিব করে।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ اَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ ! قِيْلَ مَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَوْ اَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ *

হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেনঃ তার নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। আবারও তার নাক ধুলায় ধুসরিত হোক। আবারও নাক ধূলায় ধুসরিত হোক। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল (সঃ)! কে সে ব্যক্তি? তিনি (সঃ) বললেনঃ যে তার মাতা-পিতাকে অথবা তাঁদের একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল অথচ (তাদের খেদমত করে) বেহেশতে যেতে পারল না। (হাদীসটি ইমাম আহমদ ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً : عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ *

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের তওবা কবূল করবেন না এবং তাদের কাছ থেকে কোন কিছু (অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে অন্যায় থেকে মুক্তি দেয়া) গ্রহণ করবেন না।
(১) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) দান করে তিরস্কারকারী ও (৩) তকদীরকে অস্বীকারকারী।

www.WaytoJannah.com

ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً : عَاقٌّ وَمَنَّانٌ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ *

আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকার লোকের তওবা কবূল করবেন না এবং তাদের কাছ থেকে কোন কিছু (অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে অন্যায় থেকে মুক্তি দেয়া) গ্রহণ করবেন না। (১) মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তি (২) দান করে তিরস্কারকারী ও (৩) তকদীরকে অস্বীকারকারী।

হাদীসটি ইবনে আবী আসেম 'সুন্নাহ' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনে আসাকিরও তা বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস অনুযায়ী মাতা-পিতার অবাধ্য ব্যক্তির আমল গ্রহণীয় নয়।

আল্লাহ আমাদের পিতার মাতার খেদমত করার এবং তাদের সেবা করে জান্নাত লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ إِنَّه تَعَالَى جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَؤُوْفٌ رَحِيْمٌ *

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিষয়ক খুৎবা

اَلْحَمْدُ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا مَن يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَه وَلاَ يَضُرُّ اللهَ

www.WaytoJannah.com

Contents

شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ – فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :﴿ اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ * وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ﴾ (الرعد : ٢١-٢٢)

বুদ্ধিমান তারাই যারা আল্লাহকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং সেই প্রতিশ্রুতি (এর শর্তসমূহ) ভঙ্গ করে না। আর আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন তা যারা অক্ষুণ্ন রাখে। তাদের প্রভু প্রতিপালককে ভয় করে চলে এবং কঠিন আযাবের আশঙ্কা করে। (সূরা আররা'আদ ২১)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

﴿ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ﴾ (البقرة : ٢٧)

যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন যারা তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তিসৃষ্টি করে বেড়ায় তারাই পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ। (সূরা আল-বাকারা ২৭)

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

﴿ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللهُ بِهِ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ﴾ (الرعد : ٢٥)

আল্লাহ যে সম্পর্ক (আত্মীয়তা) বজায় রাখতে আদেশ করেছেন। যারা তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে তাদের উপর অভিশাপ। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আযাব। (সূরা আররা'আদ ২৫)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامِ اِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا﴾

তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা পরস্পরের নিকট যার যার

www.WaytoJannah.com

হক দাবী কর এবং আত্মীয়তার হক বিনষ্ট করা হতেও ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন। (সূরা আন-নিসা ১)

আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى﴾

তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করনা, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়দের সাথেও ভাল ব্যবহার কর। (সূরা আন-নিসা ৩৬)

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيْ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا

সে ব্যক্তি আত্মীয়ের সাথে সদ্ব্যবহারকারী নয়, যে কেবল প্রতিদানের সমান সদ্ব্যবহার করে, বরং সেই প্রকৃত সদ্ব্যবহারকারী, যে অপরপক্ষ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সদ্ব্যবহার অব্যাহত রাখে। (বুখারী)

সম্পর্ক ছিন্নতার পরিণাম সম্পর্কে হাদীসে এসেছে ঃ

عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ سُفْيَانُ فِيْ رِوَايَتِهِ : يَعْنِيْ قَاطِعَ رَحِمٍ *

আবূ মুহাম্মদ জুবাইর ইবনু মুতঈম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবূ সুফইয়ান তার বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী।

(বুখারী, মুসলিম)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُوْنَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ إِتَّقُوا اللّٰهَ وَصِلُوْا اَرْحَامَكُمْ فَاِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ثَوَابٍ اَسْرَعَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ - وَاِيَّاكُمْ وَالْبَغْيَ فَاِنَّه لَيْسَ مِنْ عُقُوْبَةٍ اَسْرَعَ مِنْ عُقُوْبَةِ بَغْيٍ - وَاِيَّاكُمْ وَعُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّ رِيْحَ الْجَنَّةِ يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَلْفِ عَامٍ وَاللّٰهِ لاَ يَجِدُهَا عَاقٌّ

www.WaytoJannah.com

Contents

وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَلاَ شَيْخٌ زَانٍ وَلاَ جَارٌ إِزَارَه خُيَلاَءِ اِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *

হযরত জাবের ইবনু আবদুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন- একদিন রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সমাবেশে খুতবা দানকালে বলেন, হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর ও আত্মীয়-স্বজনদের হক আদায় কর। কেননা আত্মীয়তা বজায় রাখার নেকী এত শীঘ্রই পৌছে যা অন্য কোন আমলে তা পৌছে না এবং যুলুম ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাক, কেননা এর শাস্তিও অতি সত্বর নেমে আসে।

সাবধান, কখনও মাতা-পিতার অবাধ্য হয়োনা। আর জান্নাতের সুবাস এক হাজার বৎসরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান আত্মীয়-স্বজনদের হক নষ্টকারী, বৃদ্ধ ব্যভিচারী ও যে ব্যক্তি অহংকার বশে নিজের পরনের কাপড় পায়ের গোড়ালী থেকে নীচে প্রসারিত করে রাখে। এরা জান্নাতের সুবাস থেকে বঞ্চিত থাকবে। বড়াই এবং ক্ষমতার অধিপত্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই শোভা পায় (তারগীব-তারহীব)

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَن يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا اَلَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ

কোন ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা জায়েয নয় যে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে একজন অপরজন হতে মুখ ফিরিয়ে রাখবে। আর দু'জনের মধ্যে সে ব্যক্তিই উত্তম যে প্রথমে সালাম দিবে। (বুখারী, মুসলিম)

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ *

এক মুসলমান ব্যক্তির উপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার আছে। অধিকারগুলো সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে প্রশ্ন করা

www.WaytoJannah.com

হলে তিনি বলেন ঃ যদি কোড় মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা হয় তাহলে তাকে সালাম জানাবে। যখন তোমাকে সে দাওয়াত দিবে তা গ্রহণ করবে। যখন সে তোমার কাছে শুভেচ্ছন ও কল্যাণ কামনা করবে তাকে তা প্রদান করবেহুক্ষযখন সে হাঁচি দিয়ে "আলহামদুলিল্লাহ" বলবে তখন তার জওয়াব দেবে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বলযব। যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়বে তখন তাকে দেখতে যাবে। যখন সে মৃত্যুবরণ করবে তখন তার জানাযায় শরীক হবে। (মুসলিম)

উবাদা ইবনু সামেত (রাঃ) বর্ণনা করেন,

قَالَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ تَحْلُمُ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ وَتَعْفُوْا عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَتُعْطِي مَنْ حَرَّمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ *

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদের সেই কাজের কথা জানাবো না যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নিজ বান্দাদের উচ্চ মর্যাদা দান করেন? সাহাবীগণ বললেন হাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তো আমাদেরকে বলুন। রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (চারটি উপদেশ দিলেন) যে তোমাদের সঙ্গে জাহিল বা মূর্খের মত ব্যবহার করে, তোমরা তার সঙ্গে ধৈর্য ও বিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যবহার কর। যে তোমাদের প্রতি যুলুম করে, তোমরা তাকে ক্ষমা কর। যে তোমাদের না দেয় তোমরা তাকে দাও। যে আত্মীয়রা তোমাদের হক আদায় না করে তোমরা তাদের হক আদায় কর। এই সব কাজে মানুষের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। (তাবারানী)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ عَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ وَيُنْسَأُ لَهُ فِي اَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ *

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রিযিক (সম্পদ) প্রশস্ত হওয়া এবং দীর্ঘ জীবন চায় সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ اَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ اَوْصَانِيْ اَنْ لاَ اَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ وَاَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَاَوْصَانِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنَ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَاَوْصَانِيْ اَنْ اَصِلَ

Contents

رَحِمِي وَاِنْ اَدْبَرَتْ*

হযরত আবূ যার (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমার প্রিয় নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে কয়েকটি কথা অসীয়ত করেন– আমি যেন তাদের দিকে না দেখি যারা আমার চেয়ে সম্পদ ও মর্যাদায় বড় বরং আমি যেন তাদের দিকে দেখি যারা আমার থেকে হীনতার (তাহলে আমার অন্তরে শুকূর বা কৃতজ্ঞতার প্রকাশ পাবে)। আমি যেন দরিদ্রদের ভালবাসি ও তাদের কাছে যাই। আমার আত্মীয়-স্বজন যদিও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকে এবং আমার হক আদায় না করে তবুও আমি যেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি। (তাবারানী)

وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِي قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِي وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَيَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَيَّ فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلٰى ذَالِكَ *

আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার ঐরূপ আত্মীয় রয়েছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি কিন্তু তারা আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি কিন্তু তারা সর্বদাই মূর্খতার পরিচয় দেয়। রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তুমি যেমন বলেছ সত্যিই যদি তেমনটি হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছো। তুমি যতক্ষণ তোমার উল্লিখিত কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহর সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে এবং তিনিই তাদের ক্ষতি তোমাকে বাঁচাবেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لاَ يُعَذِّبُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ رَحِمَ الْيَتِيْمَ وَلاَنَ لَه فِي الْكَلاَمِ وَرَحِمَ يُتْمَه وَضَعْفَه وَلَمْ يَتَطَاوَلَ عَلٰى جَارِهٖ بِفَضْلِ مَا آتَاهُ اللّٰهُ وَقَالَ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لاَ يُقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِنْ

www.WaytoJannah.com

رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُوْنَ إِلٰى صِلَتِهٖ وَيَصْرِفُهَا إِلٰى غَيْرِهِمْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি আমাকে সত্য-দীনসহ পাঠিয়েছেন। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সেই সব লোকদের আযাব দেবেন না যারা পৃথিবীতে এতীমদের প্রতি রহম করেছে, তাদের সাথে কোমলভাবে কথা বলেছে, তাদের এতীমি ও কমজোরির প্রতি হৃদয় সহানুভূতি রেখেছে এবং নিজের সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে প্রতিবেশীর মোকাবেলায় নিজের বড়াইভাব দেখায়নি। রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, হে মুহাম্মদের উম্মত! সেই আল্লাহর কসম যিনি আমাকে সত্য-দীনসহ পাঠিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দান কবূল করবেন না যার আত্মীয়-স্বজন তার আত্মীয়তার হকে মুখাপেক্ষী থাকা সত্ত্বেও সে তাদের না দিয়ে অন্যদের দান করে।

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সেই আল্লাহর কসম, যার হাতের মুঠিতে আমার প্রাণ, এরূপ ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখবেন না। (তাবারানী)

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُّبْسَطَ لَهٗ رِزْقُهٗ وَيُنْسَأَلَهٗ فِيْ اَثَرِهٖ فَلْيَصِلْ رَحِمَهٗ *

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রিযিক (সম্পদ) প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হওয়া পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সম্পর্কে খুতবা

بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ
لَه وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا مَن يُّطِعِ اللهَ
وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا
أَمَّا بَعْدُ — فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ
لَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِيْمِ : ﴿ هَاأَنْتُمْ هٰؤُلاَءِ تُدْعُوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَن يَّبْخَلُ
وَمَن يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (سورة محمد : ٣٨)

শোন! তোমরাতো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণত করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ্ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্থ। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। অবশ্য তারা তোমাদের মতো হবে না।

(সূরা মুহাম্মাদ আয়াত ৩৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

﴿ اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهُ ✽ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ ـ كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي
الْحُطَمَةِ ـ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ـ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ ـ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ ﴾

(আল্লাহর পথে ব্যয় না করে) যে লোক ধনসম্পদের সঞ্চয় করে এবং তা গুণে গুণে (হিসাব) রাখে। সে মনে করে তার ধনসম্পদ চিরদিন তার নিকট থাকবে। কখনো নয়। সে ব্যক্তিতো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে নিক্ষিপ্ত হবে। তুমি

www.WaytoJannah.com

জানো, সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানটি কি? আল্লাহর আগুন। প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত যা কলিজা পর্যন্ত স্পর্শ করবে। (সূরা আল হুমাযাহ ২-৭)

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَائَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ * (مسلم)

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকবে, কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে আর কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকবে, কেননা কৃপণতার কারণেই তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আর তারা অন্যায়ভাবে নর হত্যা করেছে এবং হারামকে হালাল করে নিয়েছিলো। (মুসিলম)

قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى :

﴿ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴾

যারা সোনা রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করেনা, তাদেরকে কঠোর আযাবের সুসংবাদ দিন। জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পিঠ, ও পার্শ্বদেশ ছ্যাকা দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এগুলো তো তোমরা যা জমা করে রেখেছিলে তাই, অতএব, এর স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৩৫)

﴿ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

আর তারা বিস্তর যা কিছু ব্যয় করে, যতো প্রান্তর অতিক্রম করে, তার সব কিছুই তাদের নামে লিখা হয়, যেনো আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় প্রদান করতে পারেন। (সূরা আত তাওবা ঃ ১২১)

www.WaytoJannah.com

Contents

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

﴿ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ ﴾

তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছুই খরচ করো না কেন, তার পুরোপুরি বিনিময় তোমাদের দেয়া হবে। তোমাদের উপর একটুও জুলুম করা হবে না। (সূরা আনফাল ঃ ৬০)

আরো বলা হয়েছে ঃ

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِأَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾ (سورة البقرة : ٢٦٢)

যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে – এমন একটি বীজ যা থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রতিটি শীষে একশ করে দানা হয়। তবে আল্লাহ যাকে চান (এর চেয়েও) বহুগুণ বাড়িয়ে দেন। কেননা আল্লাহ তো প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল-বাকারাহ ঃ ৬২)

﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ اَلاَ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ الرَّحِيْمُ ﴾ (سورة التوبة : ٩٩)

আর তারা নিজেদের ব্যয়কে আল্লাহর নৈকট্য এবং রসূলের দু'আ লাভের উপায় বলে গণ্য করে। জেনে রাখো, অবশ্যই তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়, আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতের অন্তর্ভুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়। (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৯৯)

﴿ اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ اُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ﴾

যে সমস্ত লোক, যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে তারাই হলো সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। (সূরা আল আনফাল ঃ ৪)

নবী করীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَّالٍ وَّمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلاَّ عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ

www.WaytoJannah.com

اَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ *

দান খয়রাতে সম্পদ কমে না এবং ক্ষমার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তাকে উন্নত করেন। (মুসলিম)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُوْلُ الْآخَرُ : اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا * (يخاري مسلم)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষের এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয়না যেদিন দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না। তাদের একজন বলতে থাকে ঃ হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি তোমার রাস্তায় খরচ করে তার জন্য উত্তম বিনিময় দাও। দ্বিতীয় ফেরেশতা বলতে থাকে। হে আল্লাহ যে ব্যক্তি দানে বিরত রইলো তার সম্পদ ধ্বংস করে দাও। (বুখারী, মুসলিম)

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ *

আদী ইবনু হাতিম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো। যদিও খেজুরের একটি টুকরা দিয়ে হয়।
(বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহ আমাদের দান খয়রাত করে তার নৈকট্য লাভের এবং কঠিন শাস্তি থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

Contents

আল্লাহর পথে জিহাদ সম্পর্কিত খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهٗ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهٗ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :﴿ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً وَّكُلاًّ وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمًا دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴾ (سورة النساء : ٧٦–٧٥)

যে সমস্ত মুমিন কোন অক্ষমতার কারণ ছাড়াই ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করে, উভয়ের মর্যাদা এক নয়। আল্লাহ তা'আলা নিষ্ক্রীয় বসে থাকা লোকদের চেয়ে জান মাল দিয়ে জিহাদকারীদেরকে সুউচ্চ সম্মান দিয়ে রেখেছেন। এদের প্রত্যেকের জন্য যদিও কল্যাণেরই ওয়াদা করেছেন, কিন্তু তাঁর নিকট মুজাহিদদের কল্যাণকর কাজের ফল নিষ্ক্রীয় বসে থাকা লোকদের অপেক্ষা অনেক বেশী। তাদের জন্য আল্লাহর নিকট বড় সম্মান, ক্ষমা ও অনুগ্রহ রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ অন্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আন নিসা ঃ ৭৫–৭৬)

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ لاَ يَسْتَوُوْنَ عِنْدَ اللّٰهِ ـ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ـ اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ

www.WaytoJannah.com

بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيْمٌ﴾ (سورة التوبة : ١٩–٢٢)

তোমরা কি হাজীদেরকে পানি পান করানো, মসজিদে হারামের সেবা ও রক্ষণাবেক্ষণ করাকেই সেই ব্যক্তির কাজের সমান মনে করো, যে ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে। আল্লাহর নিকট এ শ্রেণীর লোক এক ও সমান নয়। আর আল্লাহর জালিমদেরকে কখনো পথ দেখান না। আল্লাহর নিকটতো কেবল তাদেরই বড়ো মর্যাদা যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্য ঘরবাড়ী ছেড়েছে এবং জিহাদ করেছে। মূলতঃ তারাই সফল তাদের রব তাদেরকে রহমত, সন্তোষ এবং এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছেন যেখানে তাদের জন্য চিরসুখের উপাদানসমূহ বিদ্যমান। তথায় তারা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহর নিকট ভালো কাজের প্রতিফল দেয়ার জন্য অফুরন্ত নেয়ামত রয়েছে। (সূরা আত্ তাওবাহ ঃ ১৯-২২)

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلاَ نَصَبٌ وَّلاَ مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلاَ يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ﴾ (سورة التوبة : ١٢٠)

এমন কখনো হবে না যে, আল্লাহর পথে ক্ষুধা পিপাসা ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করবে, আর কাফিরদের পক্ষে যে পথ অসহ্য সে পথে তারা পদচারণা করবে এবং দুশমনের উপর কোন প্রতিশোধ তারা গ্রহণ করবে, আর তার বিনিময়ে তাদের জন্য কোন নেক আমল লেখা হবে না। আল্লাহর নিকট নিষ্ঠাবান কোন আমলকারীর প্রতিদানই নষ্ট হয়ে যায় না। (সূরা আত্ তাওবাহ ঃ ১২০)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ - تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ يُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ﴾ (سورة الصف : ١٠–١٢)

www.WaytoJannah.com

Contents

হে লোকেরা ! যারা ঈমান এনেছো, আমি কি তোমাদেরকে সেই ব্যবসার কথা বলবো না যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে? তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি, আর জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে। এটি তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহমান থাকবে। আর চিরকাল অবস্থানের জন্য জান্নাতে অতি উত্তম ঘর তোমাদেরকে দান করবেন। এ হচ্ছে বিরাট সফলতা। (সূরা আস্‌সফ ঃ ১০-১২)

﴿ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقَاتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴾

যারা একমাত্র আমারই জন্য নিজেদের জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছে, নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে বৃহিস্কৃত হয়েছে এবং নির্যাতিত হয়েছে, তাদের সকল অপরাধই আমি মাফ করে দেবো। তাদেরকে আমি এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার নীচ দিয়ে নদীসমূহ বহমান থাকবে। আল্লাহর নিকট এটিই তাদের প্রতিফল। আর উত্তম প্রতিফল তো একমাত্র আল্লাহর নিকটই পাওয়া যেতে পারে। (সূরা আলু ইমরান ঃ ১৯৬)

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلًا وَّجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ـ فَعَجِبْتُ لَهَا ـ فَقُلْتُ اَعِدْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَعَادَهَا ـ ثُمَّ قَالَ : وَاُخْرٰى يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا الْعَبْدَ مِاَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـ قُلْتُ : وَمَا هِيَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) এবং মুহাম্মদকে রাসূল হিসেবে মেনে নিয়েছে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত। একথা শুনে আমি (অর্থাৎ বর্ণনাকারী) আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল। কথাগুলো বড়ো সুন্দর, আবার বলুন। তিনি পুনরায় কথাগুলো বললেন এবং আরো বললেন, আরেকটি কারণে আল্লাহ জান্নাতে তাঁরা বান্দাদেরকে একশ'গুণ

www.WaytoJannah.com

বেশী মর্যাদা দান করবেন। প্রতি মর্যাদা বা স্তরের মধ্যে যে দূরত্ব তা আকাশ ও পৃথিবীর সমান। বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কি ? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ, আল্লাহর পথে জিহাদ। (মুসলিম, নাসাঈ)

আল্লাহর পথে সময়ের মর্যাদা সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن انس قال قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَغُدْوَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا *

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, একটি সকাল কিংবা একটি বিকেল আল্লাহর পথে অতিবাহিত করা পৃথিবী ও পার্থিব সকল বস্তু থেকে উত্তম। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَه فَاعَادُوا عَلَيّ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا كُلُّ ذَالِكَ يَقُوْلُ لاَ تَسْتَطِيْعُوْنَه ـ ثُمَّ قَالَ : اَلْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِاٰيٰتِ اللهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلٰوةٍ حَتّٰى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ *

আবূ হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদের সমতুল্য কি কোন ইবাদাত নেই। তিনি বললেন, সে কাজ তো তোমরা করতে সক্ষম হবে না। প্রশ্নকারী দু'তিনবার একই কথা জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তা তোমরা করতে সক্ষম হবে না। তারপর বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদকারীর তুলনা হচ্ছে কোন ব্যক্তি (মুজাহিদ বক্তি বের হওয়ার সাথে সাথে) অবিরাম সলাত, সিয়াম ও কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকবে, একটি মুহূর্তের জন্যও বিরত হবে যতক্ষণ না মুজাহিদ ব্যক্তি প্রত্যাবর্তন করে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই, ইবনু মাজাহ)

عَنْ اَبِيْ بَكْرِنِ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ اَبِيْ وَهُوَ بِحُضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ اَبْوَابَ الْجَنَّةِ ظِلاَلُ السُّيُوْفِ ـ فَقَامَ رَجُلٌ رَثُّ الْهَيْئَةِ ـ فَقَالَ : يَا اَبَا مُوْسٰى اَنْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ هٰذَا قَالَ : نَعَمْ ـ فَرَجَعَ اِلٰى

www.WaytoJannah.com

Contents

اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ - ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَاَلْقَاهُ ثُمَّ مَشٰى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوِّ فَضَرَبَ بِهِ حَتّٰى قُتِلَ *

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) এর পুত্র আবূ বকর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার আমার পিতা দুশমনের পশ্চাৎধাবন করতে গিয়ে নবী করীম (সাঃ)কে বলতে শুনেছেন জান্নাতের দ্বারসমূহ তরবারীর ছায়াতলে। তখন জীর্ণ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আবূ মূসা আপনি কি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ কথা বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকটি উঠে তার সাথীদের নিকট গিয়ে সালাম দিলো এবং তার তরবারীর খাপ খুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে নগ্ন তরবারী হাতে শত্রুবুহ্যে ঢুকে পড়লো এবং যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করলো। (মুসলিম)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا - قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ - قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ *

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমলটি আল্লাহ বেশী পছন্দ করেন? তিনি বললেন, ওয়াক্তমত নামায আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতামাতার অবাধ্য না হওয়া। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম)

খুৎবা সমাপ্ত করার পূর্বে জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার পরিণাম সম্পর্কে কিছু আলোচনা করবো ঃ

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে সূরা তাওবায় ঘোষণা করছেন ঃ

﴿ قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِيْنَ ﴾

www.WaytoJannah.com

Contents

হে নবী বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদের আত্মীয় স্বজন, তোমাদের সেই ধনসম্পদ যা তোমরা উপার্জন করেছো, সেই ব্যবসা যারা তোমরা ক্ষতি হওয়াকে ভয় করো, আর তোমাদের সেই ঘর যা তোমরা খুবই পছন্দ করো, তা যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়েও অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁকে চূড়ান্ত ফায়সালা তোমাদের সামনে পেশ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে কখনো হেদায়েত করেন না। (সূরা আত্ তাওবাহ ঃ ২৪)

অপর আয়াতে ঘোষণা করছেন ঃ

﴿إِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ـ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ شَيْئًا وَّاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ (سورة التوبة : ٣٩)

তোমরা যদি যুদ্ধ যাত্রা না করো তবে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেয়া হবে এবং তোমাদের জায়গায় অন্য লোকদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হবে। আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। কেননা তিনি তো সর্বশক্তিমান। (সূরা আত্ তাওবাহ ঃ ৩৯)

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

Contents

পর্দা সম্পর্কিত খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا مَن يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :﴿ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

আর বলুন (হে নবী) মু'মিন মহিলাদেরকে যেন তারা, তাদের দৃষ্টিসমূহ অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গগুলির সংরক্ষণ করে। আর তারা যেন, স্বতেই প্রকাশিত হয় এমন সৌন্দর্য ছাড়া আর কোন সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন তাদের ওড়নাকে তাদের বক্ষদেশে নিক্ষেপ করে রাখে। আর তারা যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে (সৎ বেটা), আপন ভাই, আপন ভ্রাতুষ্পুত্র, আপন ভাগনে, মুসলিম মহিলা, কৃতদাস ও দাসী, কামভাবমুক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও এমন বালক যারা এখনো নারীদের গোপনীয়তা সম্পর্কে জানেন না, শুধু এদের ছাড়া আর কারো নিকট সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন পদযুগল এমনভাবে স্থাপন না করে যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য টের পাওয়া যায়। আর তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর হে মু'মিন সকল, নিশ্চয় তোমরা সফলকাম হবে। (সূরাহ নূর ৩১)

www.WaytoJannah.com

সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তিনি অতি করুণাময় ও পরম দয়ালু। বিচার দিনের মালিক। শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য। যালিম ব্যতীত আর কারো সাথে শত্রুতা নেই। হে আল্লাহ ! রহমত, শান্তি ও বরকত নাযিল করুন আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি এবং তার বংশধর ও সহচরবৃন্দের প্রতি।

মুসলিম রমণী ইসলামী শরীয়ত থেকে বিরাট যত্ন লাভ করেছে, যা তার সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য যথেষ্ট এবং যা তাকে উচ্চ মর্যাদা ও শীর্ষস্থান দান করে ধন্য করেছে। আর তার উপর পোষাক ও প্রসাধনীর ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিধি আরোপ করা হয়েছে তা ঐ সমস্ত বিপর্যয়ের উপায় বন্ধ করার জন্য যা পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শনী থেকে উদ্ভুত হয়। অতএব ইসলাম যা করেছে তার স্বাধীনতাকে গণ্ডিভূত করার জন্য নয়। বরং তাকে গ্লানীর গহ্বর, কলংকের কাদায় নিক্ষিপ্ত হওয়া ও লোক চক্ষুর প্রদর্শনী হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য।

তিনি বলেন ঃ

﴿ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا ﴾

আল্লাহ ও তদীয় রাসূল কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত দান করলে কোন মু'মিন নর ও নারীর তাতে স্বাধীনতা খোঁজার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে সে ব্যক্তি প্রকাশ্য ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হবে। (সূরাহ আহযাব ৩৬)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى ﴾

(হে মু'মিন মহিলাগণ) তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান কর, আর পূর্বের জাহেলী যুগের ন্যায় সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। (আহযাব ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ..... ﴾

আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে শুধু ঐটুকু ছাড়া যেটুকু এমনিতেই প্রকাশ পায়।

www.WaytoJannah.com

Contents

﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ﴾

হে নবী! আপনি নির্দেশ দিন আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং সকল মুসলিম রমণীদেরকে তারা যেন নিজেদের গায়ে পুরা দেহ পরিব্যপ্তকারী চাদর ব্যবহার করে, এটাই হচ্ছে তাদেরকে (সম্ভ্রান্ত বলে) চিনার প্রকৃত ব্যবস্থা। ফলে কষ্ট প্রাপ্ত হবে না। (আল-আহযাব ৫৯)

সর্বশরীর আবৃত রাখলে সতী-সাধ্বী ও সংরক্ষিতা বলে বিবেচিত হবে, ফলে বখাটে ও উশৃংখলরা কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করবে না।

অত্র আয়াতে এই মর্মে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নারীর দেহের সৌন্দর্যের স্থানগুলি চিহ্নিত হওয়া বিপর্যয় ও অনিষ্টতার মাধ্যমে তার ও তার পরিবারের জন্যে কষ্টের কারণ।

পর্দা হচ্ছে পবিত্রতা এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

« وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ »(الآحزاب : ٥٣)

যদি তোমাদের তাদের (মহিলাদের) নিকট থেকে কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হয় তবে পর্দার অন্তরাল থেকে চাও। এটা তোমাদের ও তাদের অন্তর পবিত্র রাখার ব্যবস্থা। (সূরা আহযাব ৫৩)

অত্র আয়াতে আল্লাহ্ পর্দাকে মু'মিন নর ও নারীর অন্তরের পবিত্রতার ব্যবস্থা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

« إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَيِّيٌّ سِتِّيْرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ » (رواه ابوداود والنسائي)

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অতি লজ্জাশীল ও অধিক দোষ আবৃতকারী। কাজেই তিনি লজ্জতা ও আবৃত থাকা পছন্দ করেন। (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ

« أَيُّمَا امْرَأَةٌ نَزَعَتْ عَنْهَا ثِيَابَهَا فِيْ غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا سِتْرَهَا » (صحيح الجامع الصغير ٢٧٠٨)

www.WaytoJannah.com

যে মহিলা বাড়ির বাইরে কোথাও নিজের দেহ থেকে কাপড় অপসারণ করবে আল্লাহও তার উপর থেকে তার আবরণকে ছিন্ন করে দিবেন। (অর্থাৎ তার দোষ-ত্রুটি ও নির্লজ্জতাকে প্রকাশ করে দিবেন)। (সহীহুল জামি আছ্ ছগীর হাদীস নং ২৭০৮)

পর্দাহীনতা ইহুদী নীতি

'মহিলা ফিতনা'র মাধ্যমে জাতি সমূহের ধ্বংসের ব্যাপারে ইহুদীদের বিরাট চক্রান্তমূলক ভূমিকা রয়েছে। মহিলাদের পর্দাহীনতা তাদের বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছুরিত সংগঠনগুলির সাফল্যজনক হাতিয়ারগুলির মধ্যে অন্যতম।

ইহুদীরা ধ্বংসলীলা সংঘটনে পুরনো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। এমনকি রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

« فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٌ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ » (رواه احمد السلسلة الصحيحة ٩١١)

তোমরা দুনিয়া থেকে সংযত হও এবং মহিলাদের থেকে। কারণ, বানূ ইসরাঈলদের ভিতর প্রথম ফিতনা প্রকাশিত হয়েছিল মহিলাদেরকে কেন্দ্র করে। (মুসনাদ আহমদ, সিলসিলাহ ছহীহাহ্ ৯১৯)

যদিও রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের সাদৃশ্যতা পোষণ ও তাদের পথ অনুসরণ করা থেকে সতর্ক করেছেন, বিশেষভাবে নারীর ক্ষেত্রে, তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মুসলিম সেই সতর্কতার বিপরীত চলছে।

রসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ (متفق عليه)

নিশ্চয় তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের (ইহুদী ও খ্রিস্টানদের) অনুকরণ করবে 'বিঘতের সাথে বিঘত' এবং 'হাতের সাথে হাত'। অর্থাৎ পুরোপুরী তাদের অনুকরণ করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

নিশ্চয় যে সত্যিকার মুসলিম সে কখনো দিশেহারা, ভ্রষ্ট, নিজের বাস্তব প্রকৃতি ভুলে যাওয়া ও অভিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে উদাসীন জনগোষ্ঠির পরোয়া করে না। বরং সে মুহব্বত ও সম্মান প্রদর্শন এবং শরীয়ত নিয়ে গৌরব বোধের সাথে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবীর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুন্নাতের শ্রবণ ও অনুসরণ পূর্বক তার প্রতিপালকের হুকুম পালন করে।

নিশ্চয় আল্লাহ ঐ ব্যক্তির ঈমানের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, যে তাঁর ও তদীয় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ থেকে বিমুখ হয়েছে।

www.WaytoJannah.com

Contents

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

«إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللّهَ وَيَتَّقْهْ فَأُوْلئِكَ هُم الْفَائِزُوْنَ» (النور : ٥١–٥٢)

নিশ্চয় যখন মু'মিনদের আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তদীয় রসূলের দিকে, তাদের মাঝে বিধান জারী করার জন্য তখন তো তাদের কথা এই হওয়া উচিত ; আমরা শুনলাম ও মানলাম, আর এরাই তো হচ্ছে সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তারাই হচ্ছে কৃতকার্য। (সূরা নূর ৫১–৫২)

আল্লাহ আমাদের তাঁর সকল বিধি বিধান জানার পাশাপাশি মেনে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

সুদ সম্পর্কিত খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا مَن يُّطِعِ

www.WaytoJannah.com

اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّه لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلا يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

﴿ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ ﴾:

আর যদি তোমরা তাওবাহ্ কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে তোমাদের সম্পদের মূল্যাংশ। অত্যাচার করো না আর অত্যাচারিত হয়োনা। (সূরা বাক্বারাহ ২৭৯)

সুদের বিধান ঃ ইয়াহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম সহ সকল ধর্মেই সুদ হারাম। তবে ইয়াহুদীরা তাদের ব্যতীত অন্যদের থেকে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ মনে করে না।

যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ (سورة النساء ١٦١)

এবং তাদের (প্রতি ভাল বস্তু হারাম করা হয়েছে) সুদ গ্রহণ করার কারণে অথচ উহা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। (সূরা নিসাঃ ১৬১)

আল্লাহ কুরআন কারীমের বিভিন্ন জায়গায় সময়গত ভাবে ধারাবাহিকতার সাথে সুদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মাক্কী যুগে আল্লাহর এই বাণী নাযিল হয়ঃ

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُوْ عِنْدَ اللهِ ﴾

১। তোমরা যে সুদ মানুষের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দিয়ে থাক আল্লাহর নিকট মোটেই তা বৃদ্ধি পায় না। (সূরা রূম ৩৯)

এবং মাদানী যুগে দ্ব্যর্থহীনভাবে সুদ হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে। আল্লাহর বাণীঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। (সূরা আলু ইমরান ঃ ১৩০)

এই নীতিকে চূড়ান্ত করা হয়েছে আল্লাহর এ বাণীর মাধ্যমে।

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ

www.WaytoJannah.com

Contents

رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ ﴾ (سورة البقرة : ٢٧٨-٢٧٩)

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট রয়েছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা মুমিন হও। আর যদি তোমরা তাওবাহ্ কর তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে নিজেদের সম্পদের মূলধন। তোমরা অত্যাচার কর না আর অত্যাচারিত হয়ো না। (সূরা বাকারাহ ২৭৮–২৭৯)

এ আয়াতে ওদের উপর অকাট্য প্রতিবাদ রয়েছে যারা বলে যে, সুদ দ্বিগুণ তিনগুণ হারে না হওয়া পর্যন্ত তা হারাম নয়। কারণ আল্লাহ অতিরিক্ত ব্যতীরেকে শুধু মূলধন ফেরত দেয়া নেয়া বৈধ করেছেন।

আর সুদ কবীরা গুনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এজন্য যে নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন–

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

(متفق عليه)

(৩) তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় থেকে বিরত হও। ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সেগুলো কি? নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক স্থাপন করা, জাদু, নাহক ভাবে কোন নফসকে (ব্যক্তিকে) হত্যা করা। সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠ দেখিয়ে পলায়ন করা। সতিসাধ্বি অশ্লীলতা উপেক্ষাকারী মুমিন নারীকে অপবাদ দেয়া। (বুখারী, মুসলিম)

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ » (رواه مسلم)

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম) অভিসম্পাত করেছেন ওর উপর যে, সুদ ভক্ষণ করে। যে ভক্ষণ করায় যে, ইহা লিখে এবং যে দুজন এতে সাক্ষ্য দান করে এবং তিনি বলেন এরা সবাই সমান অপরাধী। (মুসলিম)

সুদের প্রকারভেদ ঃ

সুদ দুই প্রকার নাসীয়াহ বা বাকী ও বিলম্ব ভিত্তিক সুদ ও ফায্ল বা (বিনিময়ের সময়) বৃদ্ধিমূলক সুদ।

www.WaytoJannah.com

১। নাসীআহ্গত সুদ ঃ ঐ শর্তসাপেক্ষে বর্ধিত পরিমাণ যা ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে বিলম্বে পরিশোধের বিনিময় হিসাবে নিয়ে থাকে। ইহা কিতাব সুন্নাহ ও ইমামগণের ইজমা বা ঐক্যমতে হারাম।

২। ফায্লগত সুদ ঃ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা, বা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য, বৃদ্ধি সহ কেনাবেচা করা। ইহা সুন্নাহ ও ইমামগণের ঐক্যমতে হারাম। কেননা ইহা "নাসিআহ" সুদে পতিত হওয়ার মাধ্যম।

১। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

«لاَ تَبِيْعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ فَإِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَاءَ (رواه أحمد وصححه أحمد شاكر)

দুই দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বিক্রি করনা। কেননা আমি তোমাদের উপর সুদের আশংকা করছি।

(হাদীসটি ইমাম আহমাদ তার মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং আহমাদ শাকির একে ছহীহ প্রমাণ করেছেন হাঃ নং ১১০১৯)

হাদীসে স্বর্ণ, রোপ্য, গম, জব, খেজুর ও লবনের ক্ষেত্রে সুদকে স্পষ্টভাবে হারাম করা হয়েছে।

২। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ اَلْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلاً بِمَثَلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَتْ يَدًا بِيَدٍ (رواه مسلم)

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, জবের বিনিময়ে জব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ সমানভাবে হাতে হাতে (কেনাবেচা বৈধ)।

কিন্তু যদি এ জিনিসগুলো বিভিন্ন প্রকারের হয় তবে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি কর যদি তৎক্ষণাত হাতে হাতে হয়। (হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

অন্য বর্ণনায় আছে, যে বেশী দিবে বা বেশী চাইবে সে সুদে পতিত হবে, এবং এ ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহিতা উভয়ই সমান। হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

www.WaytoJannah.com

Contents

সুদ হারাম হওয়ার কারণ ঃ

হাদীস যে নির্দিষ্ট বস্তুগুলো উল্লেখ করেছে এ গুলোতে মৌলিক প্রয়োজন বিদ্যমান রয়েছে।

১। স্বর্ণরৌপ্য মুদ্রার মূল বস্তু এ দুটির মাধ্যমেই লেন দেন সুশৃংখল হয়। গম, জব, খেজুর, লবণ এগুলো হচ্ছে খাদ্যের উপাদানসমূহ যদ্দারা জীবন ধারণ করা হয়।

৩। যদি এ সকল বস্তুতে সুদ চালু হয় তাহলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং লেন দেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

সে জন্য শরীয়ত প্রবর্তক মানুষের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে সুদ নিষেধ করেছেন। যদি এই কারণটি স্বর্ণ রৌপ্য ছাড়া অন্য কোন মুদ্রায় পাওয়া যায় তবে তাহাও এ বিধান ধারণ করবে। অনুরূপভাবে এই কারণটি যদি উল্লেখিত খাদ্যসমূহ ছাড়া অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যে পাওয়া যায় তাহলে সে খাদ্য ক্রয় বিক্রয় করা চলবে না।

কেননা নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্যদ্রব্য বরাবর ছাড়া তার ক্রয় বিক্রয় নিষেধ করেছেন। (হাদীছটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন)

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

ছবি বা প্রতিমূর্তি সম্পর্কে খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ

www.WaytoJannah.com

وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا

أَمَّا بَعْدُ ـ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ﴾

(سورة النحل : ٣٦)

অর্থ ঃ অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি (এই বাণী দিয়ে) যে তোমরা প্রত্যেকে আল্লাহর ইবাদত কর এবং আল্লাহ বিরোধী তাগুত থেকে বেঁচে থাক। (সূরা নাহল ৩৬)

ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সকল মানুষকে এককভাবে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান জানানোর জন্য ও আল্লাহ ব্যতীত যত ওলী ও সৎ ব্যক্তির উপাসনা করা হয় যা মূর্তি দেবতা ও ছবির আকার ধারণ করেছে তা পরিত্যাগের উদ্দেশ্যে।

এই আহ্বান বহু পুরাতন। এর ধারা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যখন থেকে রাসূলদের আগমন শুরু হয় তখন থেকে চলে আসছে।

ত্বাগুত বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুকে যাকে তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষে আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করা হয়।

উপরোক্ত প্রতিকৃতির কথা সূরা নূহ এর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। এগুলো সৎ লোকদের প্রতিকৃতি হওয়ার উপর সর্বাপেক্ষা বড় দলীল হচ্ছে ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এই আয়াতের শানে নুযূলে।

﴿ وَقَالُوْا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوْثَ

وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۞ وَقَدْ أَضَلُّوْا كَثِيْرًا ﴾

অর্থ ঃ তারা বলল তোমরা তোমাদের উপাস্যগুলোকে পরিত্যাগ করনা এবং আরো পরিত্যাগ করনা অদ্দ, সুও'য়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক্ব ও নাসরকে, তারাতো বহু লোককে পথভ্রস্ট করে ফেলেছে। (সূরা নূহ ঃ ২৩-২৪)

ইবনু আব্বাস বলেন ঃ এসব হচ্ছে নূহ নবীর গোত্রের সৎ ব্যক্তিদের নাম। তারা যখন মারা যায় তখন শয়ত্বান তাদের গোত্রের লোকজনকে এই বলে প্ররোচনা দিল যে, এদের নামে নাম করণ করে তাদের বসার স্থানগুলোতে

www.WaytoJannah.com

Contents

প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা কর ফলে তারা তাই করল। তবে তখন পর্যন্ত তাদের দাসত্ব করা হয়নি।

পরবর্তীতে যখন এই প্রজন্ম মারা গেল এবং প্রতিকৃতিগুলোর আসল পরিচয় অজ্ঞাত হয়ে গেল তখনই তাদের দাসত্ব করা শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনা একথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, গাইরুল্লাহর দাসত্বের কারণ হচ্ছে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আকৃতিতে যে সব প্রতিকৃতি ছিল ওগুলোই। অনেকেরই ধারণা রয়েছে যে, বর্তমানে যেহেতু ছবি ও প্রতিকৃতির পূজা হচ্ছেনা সেহেতু এসব প্রতিকৃর্তি বিশেষতঃ ছবি এখন হালাল। এই বক্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রত্যাখ্যাত ঃ

১। ছবি ও প্রতিকৃতির দাসত্ব আজও চলছে, ঈসা ও তাঁর মাতা মারইয়ামের ছবি আজও আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় গীর্জাগুলোতে। এমনকি তারা ক্রুশের উদ্দেশ্যেও রুকূ দিয়ে থাকে। তাছাড়া ঈসা ও মারইয়ামের শিল্পায়িত ফলক রয়েছে যা সর্বোচ্চ মূল্যে বিক্রি হয় ও ঘরে ঝুলিয়ে রাখা হয় তার দাসত্ব ও ভক্তি জানানোর উদ্দেশ্যে।

২। বস্তুবাদীতায় উন্নত ও আধ্যাত্মিকতায় পিছিয়ে থাকা দেশগুলোতে নেতাদের প্রতিকৃতিগুলোর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের উদ্দেশ্যে মস্তক উন্মোচন করা হয় এবং পিঠ ঝুকানো হয় যেমন আমেরিকায় জর্জ ওয়াশিংটন এর প্রতিকৃতি, ফ্রান্সে নেপোলিয়ান এর প্রতিকৃতি ও রাশিয়ায় লেনিন এবং স্টেলিন এর প্রতিকৃতি। এছাড়াও আরো যতসব প্রতিকৃতি রাস্তাঘাটে নির্মিত হয়েছে ইত্যাদি যেগুলোর নিকট দিয়ে অতিক্রমকারীরা তাদের উদ্দেশ্যে রুকু দিয়ে যায়। এই প্রতিকৃতি নির্মাণের মনোভাব কিছু কিছু আরব বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং তারা কাফিরদের অন্ধ অনুসরণ করে নিজেদের রাস্তা ঘাটে প্রতিকৃতি নির্মাণ করে ফেলেছে। এমনি করে বিভিন্ন আরব ও ইসলামী রাষ্ট্রে প্রতিকৃতি নির্মাণ চলছে। অথচ কর্তব্য ছিল এসব সম্পদ মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল এবং কল্যাণমূলক সংস্থাসমূহে ব্যয় করা। তবেইত তার যথেষ্ট উপকারিতা অর্জিত হত আর তাদের নামে এসব প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করাতে কোন দোষ নেই।

৩। এসব প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে দূরভবিষ্যতে (হলেও) মস্তক ঝুঁকিয়ে সম্মান জানানো হবে এবং এগুলোর দাসত্ব করা হবে। যেমনটি হয়েছে ইউরোপ, তুর্কীস্তান ও অন্যান্য দেশে এবং এ বিষয়ে তাদের পূর্বসূরী হচ্ছে নূহ (আলাইহিস সালাম) এর জাতি, তারা স্বীয় নেতাদের প্রতিকৃতি স্থাপন করে অতঃপর তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাতে থাকে ও তাদের দাসত্ব শুরু করে।

৪। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলী বিন আবু ত্বালিবকে বলেনঃ

www.WaytoJannah.com

« لاَ تَدَعْ تِمْثَالاً إِلاَّ طَمَسْتَهُ، وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ » (رواه مسلم)

অর্থ ঃ কোন মূর্তি পেলেই তাকে নস্যাৎ করে দিবে আর উচ্চ কবর দেখলেই তাকে সমতল করে ফেলবে। (মুসলিম)

অপর বর্ণনায় রয়েছে

« وَلاَ صُوْرَةً إِلاَّ لَطَخْتَهَا » (صحيح، رواه أحمد)

অর্থ ঃ আর কোন ছবি পেলেই তাকে লেপন করে ফেলবে। (ছহীহ, আহমদ)

ছবি ও প্রতিকৃতির অপকারিতা

ইসলাম কোন বস্তুকে কেবল একারণেই হারাম করেছে যে, এতে ধর্মীয় অথবা চারিত্রিক অথবা সম্পদগত ইত্যাদির যে কোন দিক থেকে ক্ষতি রয়েছে। আর প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের আদেশকে কারণ ও হেতু না জেনেই মাথা পেতে মেনে নেয়।

ছবি ও প্রতিকৃতির বহু অপকারিতা রয়েছে তার বিশেষ দিকগুলো ঃ

১। **ধর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ঃ** আমরা প্রত্যক্ষ করেছি যে, ছবি ও প্রতিকৃতিগুলো অনেক মানুষের আক্বীদা বিশ্বাস বিনষ্ট করেছে, খৃষ্টানরা ঈসা, মারইয়াম ও ক্রুসের দাসত্ব করছে, ইউরোপ ও রাশিয়ানরা স্বীয় নেতাদের প্রতিকৃতিকে পূজা করছে এবং এসবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে মাথা নত করছে। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে কিছু মুসলিম ও আরব রাষ্ট্র এবং তারাও স্বীয় নেতাদের প্রতিকৃতি স্থাপন করেছে অতঃপর ছুফীদের মধ্য হতে কিছু ত্বরীকতপন্থীরা সলাত আদায়কালে তাদের সম্মুখে স্বীয় পীর মুর্শিদদের ছবি রাখতে শুরু করে। তারা বলে, এই দিয়ে খুশু (একাগ্রতা) লাভ করা যায়।

তারা আল্লাহর যিক্র অবস্থায় আল্লাহর ধ্যান করা ও তিনি তাদেরকে দেখছেন বলে জ্ঞান করার পরিবর্তে স্বীয় পীরদের ধ্যান করে।

অথবা তাদের পীরদের সম্মানার্থে ও তাদের দ্বারা বরকত অর্জনার্থে তাদের ছবিগুলো ঝুলিয়ে রাখে।

অন্য দিকে গায়ক ও নাট্য শিল্পীদের ভক্তরা তাদেরকে ভালবাসে ও তাদের ছবিগুলো সংগ্রহ করে ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৬৭ সালের ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিন এক আরবীয় ঘোষক সৈন্যদের সম্বোধন করে বলেছিল, ওহে সেনাদল! তোমরা সম্মুখপানে এগুতে থাক কেননা তোমাদের সাথে অমুক অমুক নাট্য শিল্পীরা রয়েছে এই বলে তাদের নামও উল্লেখ করে। অথচ উচিত ছিল এই কথা বলা যে, তোমরা সম্মুখপানে চল,

www.WaytoJannah.com

Contents

আল্লাহ তাঁর সাহায্য সহায়তা ও সামর্থ নিয়ে তোমাদের সাথে আছেন।

যুদ্ধের পরিণতি ছিল পরাজয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে পুরুষ ও মহিলা কোন শিল্পীই তাদের উপকারে আসেনি বরং তারাই ছিল পরাজয়ের মূল কারণ।

আহা যদি আরবরা এই পরাজয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত এবং আল্লাহর দিকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে প্রত্যাবর্তন করত।

২। যুবক ও যুবতীদের চরিত্র বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে ছবি ও প্রতিকৃতির কুপ্রভাব সম্পর্কে যা ইচ্ছা বলতে পারেন। কারণ আপনি দেখতেই পাবেন রাস্তা ঘাট ও ঘর বাড়ীগুলো পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের ছবি দ্বারা ভরপুর হয়ে আছে। পর্দাহীন ও বস্ত্রহীন অবস্থায় তাদেরকে দেখে যুবকরা প্রেমে পড়ে যায়। ফলে প্রকাশ্য, অপকাশ্য সব ধরনের পাপে তারা লিপ্ত হয়, তাদের চারিত্রিক অবক্ষয় ঘটে এবং সভাব বিনষ্ট হয়। এর পরে তাদের ধর্ম, অধিকৃত ভূখণ্ড, পবিত্রভূমি, সম্ভ্রম ও জিহাদ নিয়ে ভাবনা করার কোন অবকাশই থাকেনা।

ছবির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে বিশেষতঃ লোভনীয় মহিলাদের ছবিসমূহ এমনকি জুতার বাক্সেও শোভা পেতে দেখা যায়, আরো দেখা যায় ম্যাগাজিন, পত্রিকা ও বইপুস্তক এবং টেলিভিশনে। বিশেষ করে যৌন ও পলিসি সংক্রান্ত ধারাবাহিক অনুষ্ঠানগুলোতে।

আরো রয়েছে কার্টুনের ছবিসমূহ যাতে আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি ঘটানো হয়, কারণ আল্লাহ এত লম্বা নাক সৃষ্টি করেননি, আর না বড় কান আর অস্বাভাবিক বড় বা কোটালগত চক্ষু সৃষ্টি করেছেন যেমন তারা দেখিয়ে থাকে। বরং আল্লাহ মানুষকে সর্বোন্নত সুন্দর সৌষ্ঠবে সৃষ্টি করেছে।

৩। অর্থগত যেসব ক্ষয়ক্ষতি ছবি ও প্রতিকৃতির মাধ্যমে হয়ে থাকে তা স্পষ্ট, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। প্রতিকৃতির উপর শয়তানের পথে হাজার হাজার ও মিলিয়ন মিলিয়ন অর্থ ব্যয় করা হয়। অনেক লোক ঘোড়া, উট কিংবা হাতি অথবা মানুষের প্রতিকৃতি ক্রয় করে সেগুলোকে তাদের ঘরে রাখে অথবা পরিবারের ছবি কিংবা মৃত পিতার ছবি টানিয়ে রাখে এবং এর পিছনে অর্থ ব্যয় করে, অথচ দরিদ্রদের উদ্দেশ্যে ব্যয় করলে মৃত ব্যক্তির আত্মা উপকৃত হতে পারত।

তার চেয়ে আরও জঘন্য বিষয় হচ্ছে এই যে, স্বামী স্ত্রীর বাসর রাত্রের ছবি তুলে লোক জনকে দেখানোর জন্য টাঙ্গিয়ে রাখা হয়, ভাবটা যেন এমন যে, তার স্ত্রী শুধু তার নিজের জন্য নয় বরং এ হচ্ছে সবার জন্যে।

www.WaytoJannah.com

ছবি কি প্রতিকৃতির বিধান রাখে

এ বিষয়ে হারাম বলতে অনেকে শুধু জাহিলী যুগে প্রচলিত প্রতিকৃতিকেই বুঝে, তারা মনে করে যে, ছবি হারামের ভিতর গণ্য নয় ; এটা উদ্ভট ধারণা, তারা যেন সেই সব স্পষ্ট দলীলগুলোকে পড়েইনি যেগুলো ছবিকে হারাম সাব্যস্ত করে। দলীলগুলো শুনুন ঃ

১। আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি এক খণ্ড কাপড় ক্রয় করেন যাতে ছবি ছিল। রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন এটা দেখলেন তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রবেশ করলেন না। তিনি (আয়িশা) তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ছাপ লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি আমি কি অপরাধ করেছি বলুন? রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বল্লেন ঃ এইসব ছবিধারী লোকদেরকে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দাও। অতঃপর বললেন ঃ

« إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ » (متفق عليه)

অর্থ ঃ যে ঘরে ছবি রয়েছে তাতে ফিরিশতাগণ প্রবেশ করেন না। (বুখারী, মুসলিম)

২। তিনি (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন ঃ

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِئُوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ »

অর্থ ঃ ক্বিয়ামত দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে ঐসব লোকেরা যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দেয়। (বুখারী মুসলিম)

আর্ট ও ফটোগ্রাফাররা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য দানকারী।

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى مُحِيَتْ (رواه البخاري)

৩। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ছবি দেখলে যতক্ষণ তা মিটানো না হতো ততক্ষণ তাতে প্রবেশ করতেন না।

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « عَنِ الصُّوَرِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ ذَلِكَ » (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)

www.WaytoJannah.com

Contents

৪। নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘরে ছবি রাখতে নিষেধ করেছেন এবং কেউ ছবি উঠাক এটাও তিনি নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী এটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান সহীহ বলেছেন)

যেসব ছবি ও প্রতিকৃতিতে আপত্তি নেই

১। বৃক্ষরাজি, তারকারাজী, সূর্য-চন্দ্র, পাহাড়, পাথর, সাগর, নদী, সুন্দরতম (প্রাকৃতিক) দৃশ্যের, পবিত্র স্থানসমূহের যেমন কা'বা শরীফ, মাসজিদ নাবাবী, বাইতুল মাক্বদিস ও অন্যান্য মসজিদসমূহ যদি মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণী না থাকে তবে এ সবের ছবি ও প্রতিকৃতি তৈরী করতে অনুমতি রয়েছে। প্রমাণ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর বাণী ঃ

«إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَالاَ نَفْسَ لَهُ» (رواه البخاري)

অর্থ ঃ যদি একান্ত করতেই হয় তবে বৃক্ষের এবং এমন বস্তুর ছবি কর যার প্রাণ নেই। (বুখারী)

২। পরিচয় পত্র বা ভ্রমণের পাসপোর্ট কিংবা গাড়ীর লাইসেন্স ইত্যাদি অপরিহার্য বস্তুতে স্থাপিত ছবি অনুমোদিত।

৩। হত্যা, চুরি, ইত্যাদির আসামী ব্যক্তির প্রতিশোধ নেওয়ার লক্ষ্যে তাদের গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে ছবি তোলা বা বিভিন্ন বিদ্যায় যে সব ছবি তোলার প্রয়োজন হয় তা যেমন উদাহরণস্বরূপ ডাক্তারী বিদ্যা (সেগুলোও আপত্তিহীন)।

৪। কন্যা শিশুদের জন্য কাপড়ের খণ্ড দ্বারা প্রস্তুতকৃত এমন শিশু সাদৃশ পুতুল দ্বারা খেলা করা, একে কাপড় পরানো, পরিস্কার করা, ঘুম পাড়ানো বৈধ। আর তা এজন্য যে, সে যখন মা হবে তখন সন্তানদের প্রতিপালন করা শিখতে পারবে।

প্রমাণ ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর বাণী ঃ

«كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» (رواه البخاري)

অর্থ ঃ আমি নবী (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। (বুখারী)

কিন্তু শিশুদের জন্য বৈদেশিক খেলনা ক্রয় করা বৈধ নয় বিশেষতঃ পর্দাহীন বিবস্ত্র কিশোরীদের প্রতিমূর্তি। কারণ, এথেকে সে পর্দাহীনতা শিখবে এবং এর অনুকরণ করবে ও সমাজকে বিনষ্ট করবে সেই সাথে রয়েছে ইয়াহুদ ও ভিন্ন দেশের জন্য অর্থ ক্ষয়।

www.WaytoJannah.com

৫। ছবির মাথা কেটে ফেললে আর সমস্যা থাকেনা, কেননা মাথাটাই ছবির মূল। তাই একে কেটে ফেল্‌লে তাতে আর আত্মা থাকেনা এবং তা জড় পদার্থে পরিণত হয়ে যায়। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেছিলেন ঃ

« مُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ يُقْطَعُ فَيَصِيْرُ عَلَى هَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ تُوْطَآنِ » (صحيح، رواه أبو داؤد وغيره)

অর্থ ঃ প্রতিমূর্তির মাথা কেটে ফেলতে বল তাতে বৃক্ষের রূপধারণ করবে এবং (ছবি সম্বলিত) পর্দা কেটে দু'টুকরা করে ফেলতে আদেশ দাও যাতে পদদলিত হয়।

(ছহীহ, আবূ দাউদ ও অন্যরা একে বর্ণনা করেছেন)

উল্লেখ্য যে, উক্ত পর্দায় ছবি বিদ্যমান ছিল।

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

তাবীজ কবজ ব্যবহার সম্পর্কে খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَه وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا مَن يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَه وَلاَ يَضُرُّ اللهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –أَعُوْذُ

www.WaytoJannah.com

Contents

بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ ﴾

নিশ্চয় যখন মু'মিনদের আহ্বান করা হয় আল্লাহ ও তদীয় রসূলের দিকে, তাদের মাঝে বিধান জারী করার জন্য তখন তো তাদের কথা এই হওয়া উচিত ; আমরা শুনলাম ও মানলাম, আর এরাই তো হচ্ছে সফলকাম। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ করে এবং আল্লাহকে ভয় করে তারাই হচ্ছে কৃতকার্য। (সূরাহ নূর ৫১-৫২)

তাবিজ কবজ কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। তা ঝুলানো বা ধারণ করা হারাম। ক্ষেত্র ও অবস্থা বিশেষে শিরকে আকবার (বড় শিরকের) পর্যায়ভুক্তও হতে পারে, যদি তার দ্বারা কল্যাণ আহরণ ও অনিষ্ট দমনের বিশ্বাস রাখা হয়।

আব্দুলাহ বিন উকাইম থেকে সহীহ সূত্রে নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে। নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً وُكِّلَ إِلَيْهِ (حسن، رواه الترمذي وأحمد)

যে ব্যক্তি কোন কিছু (তাবিজ) ঝুলায় তাকে ঐ বস্তুটির দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয় (আল্লাহ তার দায়িত্ব নেন না)। [হাদীছটি হাসান, তিরমিযী ও আহমাদ বর্ণনা করেছেন]

নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আরো বলেছেনঃ

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيْ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكْتَ عَنْ هٰذَا فَقَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيْمَةً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ » رواه أحمد والحاكم وصححه الالباني في الصحيحة ٤٩٢ (فتح المجيد)

উক্ববাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট একটি (দশ সদস্য বিশিষ্ট) দল আসলে ; নয় জনের বাই'আত গ্রহণ করেন এবং একজন থেকে বিরত হন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! নয় জনের

www.WaytoJannah.com

বাই'আত গ্রহণ করলেন আর একজন থেকে বিরত হলেন (কারণ কি ?)। নবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তার গায়ে তাবিজ রয়েছে। এতদশ্রবণে সে ব্যক্তি যথাস্থানে হাত প্রবেশ করিয়ে তা কেটে ফেলল। ফলে নবী ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাই'আত গ্রহণ করলেন এবং বললেন ঃ

"যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় সে শির্ক করে।" হাদীছটি ইমাম আহমদ ও হাকিম বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী ছহীহ প্রমাণ করেছেন। ছহীহাহ ৪৯২ (ফতহুল মাজীদ)

عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُوْلُ بِكَ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنْ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوْ اِسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِئٌ مِنْهُ» رواه أحمد والنسائي، وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ٧٧٨٧

রুওয়াইফি' (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, হে রুওয়াইফি' সম্ভবতঃ তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে। সুতরাং তুমি লোকদেরকে জানিয়ে দাও, যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরাবন্ধন করে, সুতা ধারণ করে কিংবা চতুষ্পদজন্তুর মল অথবা হাড্ডির দ্বারা সৌচকার্য সম্পাদন করে নিশ্চয় মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুক্ত। হাদীছটি আহমাদ নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী ছহীহ বলেছেন, ছহীহুল জামি' হাঃ নং ৭৭৮৭।

হাদীছে উল্লেখিত تقلد وترا সুতা ঝুলানো বলতে মানুষ ও পশু উভয়েরই গলায় ঝুলানো উদ্দেশ্য। তাবিজ কবজও এর শামিল হবে। (ফতহুল মাজীদ)

আরো একটি হাদীছ,

رَأٰى حُذَيْفَةُ رَجُلاً قَدْ رَبَطَ عَلٰى يَدِهٖ خَيْطًا مِنَ الْحُمّٰى فَقَطَعَهُ حُذَيْفَةُ ثُمَّ تَلاَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ» (سورة يوسف ١٠٦) (رواه ابن وكيع في جامعه وابن ابي حاتم وابن كثير في تفسيره)

হুযাইফাহ্ (রাযিঃ) এক ব্যক্তির (রোগ শয্যায় তাকে পরিদর্শনের জন্য যেয়ে

www.WaytoJannah.com

Contents

তার) হাতে জরের কারণে সুতা বাঁধা দেখলে তিনি তা কেটে ফেলেন। এবং আল্লাহর এই বাণী তিলাওয়াত করেন। "তাদের অধিকাংশই ঈমান পোষণ করে না বরং তারা মুশরিকই রয়েছে।" হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ইবনু অকী, ইব্নু আবী হাতিম ও ইবনু কাছীর। (আক্বীদা নির্দেশিকা)

কুরআন দ্বারা বা কুরআন ব্যতিরেকে হোক সমান ভাবে সর্বপ্রকার তাবিজ কবজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর সমর্থক বহু দলীল বিদ্যমান রয়েছে। যারা কুরআন দ্বারা তাবিজ করার অনুমতি দান করেছেন তাদের কথা ভ্রুক্ষেপ যোগ্য নয়। কারণ তাদের অনুমোদন দলীল নির্ভর নয়। প্রত্যেক মতভেদ ধর্তব্যের বিষয় হতে পারে না, বরং ঐ মতভেদ ধর্তব্যের বিষয় হতে পারে, দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে যার কোন অর্থ পাওয়া যায়। সুতরাং যে সমস্ত আবরণ (তাবিজ) কুরআন থেকে লিখে রুগীর গায়ে ঝুলানো হয় ইহাও বৈধ নয় বরং হারাম। এ সকল তাবিজ এবং সর্বসম্মতি ক্রমে হারাম তাবিজের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আর তা নিম্নোক্ত কারণ সমূহের জন্য ঃ

১। তাবিজ কবজ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ ভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে এবং এই সাধারণ ভঙ্গির স্বতন্ত্রতা জ্ঞাপক কোন দলীল আসেনি। আর মূলনীতিগত ব্যাকরণের কথা এই যে, সাধারণ ভঙ্গি তার সাধারণ অবস্থাতেই থাকবে যে পর্যন্ত বিশিষ্টকারী দলীল না আসবে। আর বাস্তবেও কুরআন দ্বারা তাবিজ কবজ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ ভাবে সতন্ত্রকারী কোন দলীল নেই।

২। কুরআন দ্বারা তাবিজ ভরে ঝুলানো কুরআনের অবমাননা ও কুরআন নিয়ে খেল তামাশা করার শামিল। কারণ, এতে করে কুরআনকে ময়লা, অপবিত্র ও এমন স্থানে উপস্থাপন করা প্রযোজ্য হয়, যে সকল স্থান থেকে কুরআনকে পবিত্র রাখা অনিবার্য।

৩। শির্কের মাধ্যম বন্ধ করণার্থে– কারণ, যদি কুরআন দ্বারা তাবিজ কবজ ঝুলানোর অনুমতি দেয়া হয় তবে এর কারণে কুরআন ছাড়াও তাবিজের প্রচলন ঘটবে। আর বাস্তবে এমনটি ঘটেও গেছে।

৪। এমন আচরণ (কুরআন দ্বারা তাবিজ করণ) পূর্বসুরী মনীষীদের (ছাহাবী তাবেঈ গণের) থেকে সাব্যস্ত হয়নি। এ মর্মে ছাহাবাদের দিকে যে সমস্ত উক্তি সম্পর্কিত করা হয় এগুলির কিছুই ছহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়নি। এ প্রকারের তাবিজ কবজ যদি শরীয়ত সম্মত হতো তাহলে অবশ্যই নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা বর্ণনা করতেন এবং আমাদের নিকট ছহীহ সূত্রে সংকলন করা হতো। কারণ প্রয়োজনের সময় থেকে বর্ণনা বিলম্বিত করা জায়েয নয়।

www.WaytoJannah.com

আমাদের যুগে কিছু জীবিকা সঞ্চয়কারীর আবির্ভাব ঘটেছে যারা মানুষকে কাগজপত্রে তাবিজ লিখে দেন। তারা এসব ঝুলিয়ে রোগারোগ্য কামনা করে। মূলতঃ তারা এসব করে অন্যায় পথে মানুষের থেকে সম্পদ ভক্ষণ এবং তাদের দীনধর্ম ও আক্বীদাহ ধ্বংস করার জন্য।

এজন্য খাঁটি মুসলিমদের উচিত তাদের থেকে সতর্ক হওয়া এবং তাদের নিকট চিকিৎসা গ্রহণ করা থেকে বিরত হওয়া। কেননা এরা আল্লাহর গ্রন্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় এবং দুর্বল ঈমান সম্পন্ন লোকদেরকে তাদের কবিরাজী দ্বারা ধোঁকা প্রদান করে থাকে।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةَ مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رقبة" (رَوَاهُ وَكِيْع فِيْ جَامِعِهِ، فَتْحُ الْمَجِيْد ٧٦)

বিখ্যাত তাবেঈ সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবিজ কেটে ফেলে তার জন্য একটি দাস স্বাধীন করার ছওয়াব রয়েছে।

হাদীছটি ওয়াকী তার জামে গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি মুরসাল হলেও বিধানের ক্ষেত্রে মারফু' হাদীছের পর্যায়ভুক্ত। কেননা, এরূপ কথা বিবেক থেকে বলা সম্ভব নয়। (ফতহুল মাজীদ)

অকী, ইবরাহীম নাখাঈ থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ

তিনি (ইবরাহীম) বলেছেন যে, ছাহাবাগণ সকল প্রকার তাবিজ কবজ ঘৃণা করতেন, কুরআন দ্বারা তৈরীকৃত হোক বা অন্য কিছু দ্বারা তৈরী কৃত হোক।"

(ফাতহুল মাজীদ)

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّه هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

Contents

গান, বাজনা, বাদ্য সম্পর্কে খুৎবা

اَلْحَمْدُ لله الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكٌ فِيْ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا وَنَشْهَدُ أَنَّ لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اَللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا– اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّشْتَرِىْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ﴾ (سوررة لقمان : ٦)

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি পৃথিবীতে যাবতীয় ভাল-মন্দ জিনিস সৃষ্ট করার পর বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন ভালকে গ্রহণ করার জন্য আর মন্দকে পরিহার করার জন্য। অতঃপর অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর উপর।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

অর্থ ঃ এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা কোনরূপ ইল্‌ম ছাড়াই (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট করার জন্য অনর্থক কথা ক্রয় করে এবং এটাকে তামাশা হিসাবে গ্রহণ করে। (সূরা লুকমান ঃ ৬)

অধিকাংশ মুফাস্‌সিরগণের মতে "অনর্থক কথা" এর দ্বারা গান উদ্দেশ্য। ছাহাবী ইবনু মাসউদ বলেন ঃ তা হচ্ছে গান।

হাসান বাছরী বলেন ঃ (এই আয়াত) গান, বাদ্যযন্ত্রের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়।

২। আল্লাহ তা'আলা শায়ত্বানকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

« وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ » (سورة الإسراء : ٦٤)

তাদের মধ্য থেকে তুই যাদেরযক স্বীয় স্বর দ্বারা বিপথগামী করতে পারিস তাদেরযক বিপথগামী করতে থাক। (সূরা ইসরা ঃ ৬৪) স্বর অর্থ ঃ গান, বাদ্যযন্ত্র।

www.WaytoJannah.com

৩। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

«لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الحِرَ (الزنا) والحَرِيْرَ والخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» «اَلْمُوْسِيْقى» (صحيح رواه البخاري تعليقا وأبوداؤد)

অর্থ ঃ আমার উম্মতের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় ব্যাভিচার, রেশমী কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল জানবে। (অথচ ইহা হারাম)

(ছহীহ বুখারী সনদমুক্তভাবে, আবূ দাউদ)

অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য হতে কিছু সম্প্রদায় আসবে যারা এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, ব্যাভিচার, খাঁটি রেশমী কাপড়, মদ পান ও বাদ্যযন্ত্র হালাল অথচ তা হারাম। "বাদ্যযন্ত্র" বলতে প্রত্যেক সুরেলাবস্তু বা উঁচু কণ্ঠকে বুঝায়। যেমন ঃ কাঠ, বাঁশি, ত্ববলা, পেয়ালা, খঞ্জনি ইত্যাদি এমনকি ঘন্টিও হতে পারে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ» (مسلم)

"ঘন্টি হচ্ছে শয়ত্বানের বাঁশি"। (মুসলিম)

হাদীছটি তার (ঘন্টির) শব্দ মাকরূহ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করছে। প্রাক ইসলাম যুগের লোকেরা একে চতুষ্পদ জন্তুর গলায় ঝুলিয়ে রাখত, এতে খৃষ্টানদের ব্যবহার্য বড় ঘন্টার সাদৃশ্য রয়েছে। তবে বুলবুলির স্বরকে এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪। কিতাবুল কাযাতে ইমাম শাফিয়ী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, গান অপছন্দনীয় অর্থহীন বাত্বিল কাজ, যে অধিক হারে একে ব্যবহার করে সে নির্বোধ, তার সাক্ষ্য অগ্রহণীয়।

বর্তমান যুগের গান

বর্তমান যুগের বেশীর ভাগ গান চাই বিবাহ উপলক্ষে হউক আর সভা মঞ্চে হউক কিংবা রেডিওতে হউক তা ভালবাসা, যৌনাবেগ, চুম্বন, সাক্ষাৎ, গাল ও শারীরিক বর্ণনা ও অন্যান্য যৌন বিষয় সম্বলিত যা যুবকদের কামাবেগ জাগিয়ে তুলে এবং তাদেরকে ঘৃণ্য ও ব্যাভিচারের প্রতি মাতিয়ে তুলে ও চরিত্র বিধ্বংস করে।

পুরুষ ও মহিলা কণ্ঠ শিল্পীদের গান ও বাদ্য চালনার সমন্বয়ে ও নাট্য শিল্পের নামে তারা জাতির সম্পদ চুরি করে, এসব সম্পদ নিয়ে ইউরোপ দেশে

www.WaytoJannah.com

Contents

গিয়ে গাড়ি বাড়ি ক্রয় করে। তারা স্বীয় কোমল কণ্ঠের গান ও যৌন বিষয়ক চলচ্চিত্র দ্বারা জাতির চরিত্রকে নষ্ট করছে। অনেক যুবক তাদের ফাঁদে পড়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ভাল বেসেছে। এমনকি ইয়াহুদদের সাথে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ঘোষক সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলছিলো ঃ তোমরা সম্মুখ পানে এগিয়ে চলো তোমাদের সাথে অমুক অমুক কণ্ঠশিল্পী (পুরুষ ও মহিলা) রয়েছে। ফলে তারা পাপীষ্ঠ ইয়াহুদদের সামনে ঘৃণ্যভাবে পরাজয় বরণ করে। অথচ উচিত ছিল এই কথা বলা যে, তোমরা অগ্রসর হও, আল্লাহ তাঁর সাহায্য নিয়ে তোমাদের সাথে আছেন।

এক কণ্ঠশিল্পী ১৯৬৭ সালে ইয়াহুদদের সাথে সংঘটিত যুদ্ধের পূর্বে ঘোষণা করে ... যদি আমরা বিজয়ী হই তবে আমার কায়রোতে অনুষ্ঠিতব্য মাসিক সভা এবার তেলআবীবে অনুষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে ইয়াহুদরা যুদ্ধশেষে বিজয় লাভের উপর "মাবকা" দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করে।

সুললিত কণ্ঠ মহিলাদেরকে ফিৎনায় ফেলে দেয়

বারা বিন মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সুললতি কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি ভ্রমণকালে মাঝে মধ্যে আল্লাহর রাসূলকে গজল শুনাতেন। একদা গজল শুনানো অবস্থায় মহিলাদের নিকটবর্তী হয়ে গেলেন, তখন রাসূল (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বল্লেন ঃ

«إِيَّاكَ وَالْقَوَارِيرَ»

কাঁচ থেকে সাবধান হও! তিনি (রাবী) বলেন, (এতদশ্রবণে) তিনি থেমে গেলেন।

হাকিম বলেন ঃ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলারা তার কণ্ঠ শ্রবণ করুক এটা অপছন্দ করলেন। (কাঁচ বলতে মহিলাকে বোঝানো হয়েছে)

(ছহীহ, হাকিম বর্ণনা করেন ও যাহাবী সমর্থন দেন)

শিস ও তালি বাজানো থেকে বিরত থাকুন

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾

অর্থ ঃ কা'বা ঘরে তাদের সলাত বলতে কেবল শিস দেয়া আর তালি বাজানোই ছিল। (সূরা আনফাল ঃ ৩৫)

তাই শিস ও তালি বাজানো থেকে বিরত থাকুন। কেননা এতে মহিলা, পাপীষ্ঠ ও মুশরিকদের সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। যখন কোন বিষয় ভাল লাগবে

www.WaytoJannah.com

তখন বলবেন,

مَاشَاءَ اللهُ অর্থ ঃ আল্লাহর যা ইচ্ছা

অথবা سُبْحَانَ اللهِ অর্থ ঃ আল্লাহ পবিত্র।

সংগীত মুনাফিকীর জন্ম দেয়

১। ইবনু মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন ঃ সংগীত অন্তরে মুনাফিকীর জন্ম দেয় যেমন পানি জন্ম দেয় শাক সব্জীর। পক্ষান্তরে যিক্‌র অন্তরে ঈমানের ফলন ঘটায় যেমন পানি শস্যফলের জন্ম দেয়।

২। ইবনু হযম বলেছেন ঃ পর নারীর স্বর দ্বারা আত্মতৃপ্তি অনুভব করা হারাম।

স্বতন্ত্রকৃত গান

১। ঈদের দিনের গান। দলীল ঃ আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ– রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট প্রবেশ করলেন তখন তাঁর কাছে দুজন দাসি দু'টি ত্বলা বাজাচ্ছিল। অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, আমার নিকট দু'জন দাসি সংগীত পরিবেশন করছিল, আবূ বক্‌র তাদেরকে ধমকি দিলেন, এর পরিপ্রেক্ষিতে নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বল্‌লেন ঃ

« دَعْهُنَّ فَانَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْداً، وَإِنَّ عِيْدَنَا هذَا الْيَوْمُ » (البخاري)

অর্থ ঃ তাদেরকে ছেড়ে দাও কেননা প্রত্যেক জাতিরই ঈদ রয়েছে আর আমাদের ঈদ হচ্ছে আজকের এই দিন। (বুখারী)

২। কাজে অনুপ্রেরণা যোগায় এমন ইসলামী সংগীত কাজ চলাকালীন অবস্থায় গাওয়া, বিশেষতঃ যখন তাতে দু'আ বিদ্যমান থাকে। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনু রাওয়াহার কথা আওড়িয়ে খন্দক (পরিখা) খনন কালে কর্মীদেরকে উৎসাহ যোগাতেন।

৩। যে গানে আল্লাহর একত্ববাদ রয়েছে অথবা আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা ও তাঁর জীবন চরিত রয়েছে, অথবা তাতে জিহাদ ও সচ্চরিত্রের উপর দৃঢ়তার সহিত টিকে থাকার উৎসাহ রয়েছে অথবা তাতে মুসলমানদের পরস্পর ভালবাসা ও সহযোগিতার প্রতি আহ্বান রয়েছে কিংবা তাতে ইসলামের সৌন্দর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা আছে এছাড়াও আরো যত চরিত্র ও ধর্মগত সামাজিক উপকার সাধনকারী বিষয় আছে।

৫। বাদ্যযন্ত্রের মধ্য থেকে শুধু ত্বলা মহিলাদের জন্য ঈদ ও বিবাহ

www.WaytoJannah.com

Contents

উপলক্ষে বৈধ। যিক্‌র এর ক্ষেত্রে ইহা ব্যবহার করা আদৌ বৈধ নয়। কারণ রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করেন্‌নি। এমনিভাবে পরবর্তীতে তাঁর ছাহাবাগণও ব্যবহার করেন্‌নি। (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

কিন্তু সুফী সম্প্রদায় এটা নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে এবং যিক্‌রের মধ্যে ত্বলা বাজানো সুন্নাত বানিয়ে ফেলেছে, অথচ এটা হচ্ছে বিদ'আত।

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

« وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » (رواه الترمذي وقال حسن صحيح)

অর্থ ঃ তোমরা (ধর্মের ভিতর) প্রত্যেক নবাবিস্কৃতি থেকে বেঁচে থাক কারণ (ধর্মের ভিতর) প্রত্যেক নবাবিস্কৃতি হচ্ছে বিদ'আত আর প্রত্যেক বিদ'আত হচ্ছে ভ্রষ্টতা (তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান ছহীহ বলেছেন।

সংগীতের প্রতিকার

১। এর শ্রবণ থেকে দূরে থাকা, চাই তা রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির যে কোনটা থেকেই হউকনা কেন, বিশেষতঃ যেসব গানে বেহায়াপনা ও বাদ্য যন্ত্রের সংমিশ্রণ রয়েছে।

২। গান বাদ্যের সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিষেধক হচ্ছে আল্লাহর স্মরণ ও কুরআন তিলাওয়াত ; বিশেষতঃ সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা।

নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

« إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفُرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ » (مسلم)

অর্থ ঃ শয়তান অবশ্যই ঐ ঘর থেকে বেরিয়ে যায় যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়। (মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ (سورة يونس : ٥٧)

www.WaytoJannah.com

অর্থ ঃ হে মানবজাতি তোমাদের কাছে স্বীয় প্রতিপালকের পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং আরো এসেছে অন্তরের নিরাময়, যা মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (সূরা ইউনুস ঃ ৫৭)

৩। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন চরিত ও সাহাবাদের ইতিহাস পড়াশোনা করা।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

কিয়ামত সম্পর্কে খুৎবাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ـ مَن يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ ـ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : ﴿ وَمَآ اَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ـ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ ﴾

"মহাপ্রলয় (কিয়ামত) সংঘটিত হতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না ; শুধু এতটুকু সময়, যে সময়ের মধ্যে চোখের পলক পড়ে, অথবা তার চেয়েও কম। আসল

www.WaytoJannah.com

ব্যাপার এই যে, আল্লাহ সবকিছু করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা আন নাহ্ল ঃ ৭৭ আয়াত)

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ﴾

"আর সেদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে। সাথে সাথে আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে সমস্তই মরে পড়ে থাকবে। (সূরা যুমার ঃ ৬৮ আয়াত)

একদা কতিপয় সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন ঃ

﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ لاَ يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ لاَ تَأْتِيْكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُوْنَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ـ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ﴾

"আপনি বলে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবার নির্দিষ্ট সময় শুধু আমার প্রতিপালকই জানেন। এর সময় একামাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ প্রকাশ করতে পারবে না। আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাট দুর্যোগ দেখা দিবে। আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর তা আপতিত হবে। তারা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে এমনভাবে জিজ্ঞেস করে, যেনো আপনি এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। আপনি বলুন, এ সম্পর্কে শুধু আল্লাহই অবগত আছেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা বুঝে না।

তবে রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম) তা সংঘটিত হওয়ার কিছু আলমত বর্ণনা করেছেন।

জিবরাঈল (আঃ) যখন জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ

فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا *

জবাবে তিনি (সাঃ) বলেছিলেন–

«أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رَعْيُ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ»

www.WaytoJannah.com

(তার একটি নিদর্শন হচ্ছে) দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে। (দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে) তুমি দেখবে খালি পা উদোম গা এবং রাখা, এ সমস্ত লোক বড় বড় ইমারত নির্মাণ করবে, নেতৃত্ব দেবে এবং তারা এ ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টা করবে। (বুখারী, মুসলিম)

কিয়ামতের আলামত হিসেবে মুসলিম শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

« لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلى اَحَدٍ يَقُوْلُ اللّٰهُ اللّٰهُ »

ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলার মতো কোন লোক থাকবে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে– আল্লাহর নাম স্মরণকারী কোন ব্যক্তির উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে না। (মুসলিম)

যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন সেদিনের ব্যাপারে বলা হচ্ছে ঃ

﴿ إِذَا رُجَّتِ الأَرْضُ رَجًّا ﴾

"পৃথিবীটা তখন হঠাৎ করে কাঁপিয়ে দেয়া হবে।" (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৪ আয়াত)

﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾

"পৃথিবীতে তখন তীব্র ও কঠিনভাবে নাড়িয়ে দেয়া হবে।" (যিলযাল ঃ ১ আয়াত)

﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾

"যখন পাহাড়-পর্বতগুলো চলমান করে দেয়া হবে।" (সূরা আত্ তাকভীর ঃ ৩)

﴿ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا ﴾

"আর মানুষ আপনাকে পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন আমার রব তা সম্পূর্ণরূপে উড়িয়ে দিবেন।" (সূরা ত্বা-হা ঃ ১০৫ আয়াত)

﴿ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴾

"আর পাহাড়গুলো রং বেরংয়ের ধুনা পশমের মতে হয়ে যাবে। (সূরা

www.WaytoJannah.com

Contents

মা'আরিজ ঃ ৯ আয়াত)

সেদিন পাহাড় ও জমিনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে ঃ

﴿ وَحُمِلَتِ الأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ـ فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴾

"এবং পৃথিবী ও পবর্তমালাকে ওপরে তুলে একই আয়াতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। সেদিন সেই সংঘটিত ঘটনাটি ঘটেই যাবে।" (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ১৪-১৫ আয়াত)

﴿ وَاِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ * وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ * وَاِذَا الأَرْضُ مُدَّتْ * وَاَلْقَتْ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴾

"যখন আসমান ফেটে যাবে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্য এটিই যথার্থ। যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং তার গর্ভে কিছু আছে বাইরে নিক্ষেপ করে জমিন শূন্য হয়ে যাবে।" (সূরা ইনশিকাক ঃ ১-৪ আয়াত)

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴾

"যখন আকাশ মণ্ডল ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।" (সূরা ইনফিতার ঃ ১ আয়াত)

সূরা নাবায় বলা হয়েছে ঃ

﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا – وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴾

"আকাশমণ্ডলকে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দুয়ার আর দুয়ার হয়ে দাঁড়াবে। পাহাড় চালিয়ে দেয়া হবে, পরিণামে তা শুধু মরিচিকায় পরিণত হবে।" (সূরা নাবা ঃ ১৯-২০)

মানুষ নেশা না করেও মাতাল হয়ে যাবে এবং দিশেহারা হয়ে পড়বে ঃ

﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَرٰى وَمَاهُمْ بِسُكَرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾

www.WaytoJannah.com

"সেদিনের অবস্থা এই হবে যে, প্রত্যেক স্তনদানকারিনী নিজের স্তনদানরত সন্তান রেখে পালিয়ে যাবে। ভয়ে গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত ঘটে যাবে। তখন লোকদের তুমি মাতালের মতো দেখতে পাবে কিন্তু তারা নেশাগ্রস্ত হবে না। আল্লাহর আজাব এতদূর ভয়াবহ হবে।" (সূরা আল হজ্জ ঃ ২ আয়াত)

﴿فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا * اِلسَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ﴾

"সেদিন কেমন করে রক্ষা পাবে যেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে দেবে এবং যার কঠোরতায় আসমান দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাবে। (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৭-১৮)

﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ * وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ - لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ﴾

"সেদিন মানুষ তার নিজের ভাই, পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তান হতে পালিয়ে বেড়াবে। তাদের প্রত্যেকের ওপর সেদিন এমন একটি সময় এসে পড়বে যখন নিজের ছাড়া আর কারো প্রতি লক্ষ্য রাখার অবস্থা থাকবে না।" (সূরা আবাসা ঃ ৩৪-৩৭)

﴿وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا - يُبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْيَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيْهِ - وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ - وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُئْوِيْهِ - وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ﴾

"সেদিন কোন প্রাণের বন্ধু নিজের প্রাণের বন্ধুকেও জিজ্ঞেস করবেনা। অথচ তাদের পরস্পর দেখা হবে। অপরাধীরা সেদিনের আজাব হতে মুক্তি পাবার জন্য নিজের সন্তান, স্ত্রী, ভাই, তাকে আশ্রয়দানকারী নিকটবর্তী পরিবার, এমন কি পৃথিবীর সমস্ত লোককে বিনিময় দিয়ে হলেও মুক্তি পেতে চাবে।" (সূরা মা'আরিজ ঃ ১০-১৪ আয়াত)

أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

Contents

জাহান্নাম সম্পর্কে খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَّه شَرِيْكٌ فِيْ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّه وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا وَنَشْهَدُ أَنْ لآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا – اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ :﴿ وَمَآ اَدْرٰكَ مَاسَقَرَ ـ لا تبقى وَلاَ تذر ـ لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ـ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾

"আর তুমি কি জানো, জাহান্নাম কি? তা শাস্তিতে থাকতে দেয় না আবার ছেড়েও দেয়না। চামড়া ঝলসে দেয়। উনিশজন ফেরেশতা তার প্রহরী হবে।" (সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ২৭–৩০)

জাহান্নামের স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اِذَا اُلْقُوْ فِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُوْرُ ـ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ﴾

"তারা (জাহান্নামীরা যখন সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার ক্ষিপ্রতার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে। এবং তা উথস্থল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ আক্রোশে এমন অবস্থা ধারণ করবে, মনে হবে তা রাগে ফেটে পড়বে। (সূরা মুলক ঃ ৭–৮ আয়াত)

সূরা ফুরকানেও এড্ডমর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

﴿ اِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيْد سَمِعُوْا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيْرًا * وَاِذَا اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ﴾

"জাহান্নাম যখন দূর হতে তাদেরকে (জাহান্নামীদের) দেখতে পাবে তখন তারা ক্রোধ ও তেজস্বী আওয়াজকে (অর্থাৎ তর্জন-গর্জন) শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে কেবল মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে। (সূরা ফুরকান ঃ ১২–১৩)

www.WaytoJannah.com

কিন্তু হায় তাদের যে মৃত্যু হবে না কারণ সূরা 'আলার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তা আগেই জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

﴿ لاَ يَمُوْتُ فِيْهَا وَلاَ يَحْىٰ ﴾

"সে (জাহান্নামে) মরবেও না আবার জীবিতও থাকবেনা। (সূরা 'আলা ১৩)

তাই তার মৃত্যু কামনা নিস্ফল হবে।

জ্বিন, মানুষ ও পাথর জাহান্নামের ইন্ধন হবে ঃ

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ * لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَّ يَفْقَهُوْنَ بِهَا * وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُوْنَ بِهَا * وَلَهُمْ اَذَانٌ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ * اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ ﴾

"আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ পয়দা করেছি। তাদের কাছে অন্তর রয়েছে কিন্তু তারা তা দিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে তবুও তারা দেখেনা, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনেনা, তারা জন্তু জানোয়ারের মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত।"

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে ঃ

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ﴾

"তোমরা জাহান্নামের ঐ আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে।" (সূরা আল-বাকারা)

বরং এদেরকে গ্রাস করেও জাহান্নাম তৃপ্ত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِن مَّزِيْد ﴾

"আমি সেদিন (জাহান্নামীদেরকে ভর্তি করার পর) জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো ঃ তুমি কি পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছো। জাহান্নাম বলবে ঃ আরো আছে কি?

এ মর্মে বুখারী ও মুসলিমে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

﴿ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقٰى فِيْهَا وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ رَبُّ

www.WaytoJannah.com

Contents

الْعِزَّةِ فِيْهَا قَدَمَهُ فَيَنْزَوِىْ بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَامِكَ ﴾

অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে অনবরত নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরো আছে কি? সমস্ত জাহান্নামীদেরকে নিক্ষেপ করার পরও জাহান্নাম পরিতৃপ্ত হবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের মধ্যে তাঁর কুদরতী কদম রাখবেন। ফলে জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে যাবে। আর বলতে থাকবে ঃ বাস বাস। আপনার উযয্ত ও অনুগ্রহের শপথ করে বলছি। আমার আর প্রয়োজন নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরোধিতা করবে এ জাহান্নাম তাদের জন্যই। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

﴿ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ * وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴾

যে সব লোক তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার ও অমান্য করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। তা আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা মুলক ৬ আয়াত)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلآئِكَةُ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ * خَالِدِيْنَ فِيْهَا لاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلاَهُمْ يُنْظَرُوْنَ ﴾

যারা কুফুরী করেছে এবং কাফের অবস্থাই মৃত্যুবরণ করেছে তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেশতাদেরও সমস্ত মানুষের লা'নত। এ অবস্থায় তারা (জাহান্নামে) অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি কমানো হবে না অথবা অন্য কোন অবকাশ দেয়া হবে না।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬১-১৬২ আয়াত)

সূরা আ'রাফের ৪০-৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

﴿ اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لاَ تفتح لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلَ فِيْ سمِ الْخِيَاطِ *

www.WaytoJannah.com

وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ * لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ * وَكَذَالِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ ﴾

"যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং বিদ্রোহীর ভূমিকা অবলম্বন করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজা কখনো খোলা হবে না। তাদের জান্নাতে প্রবেশ করা ততখানি অসম্ভব যতোখানি অসম্ভব সুইয়ের ছিদ্রপথে উটের প্রবেশ। অপরাধীদের জন্য প্রতিফল এমন হওয়াই উচিত। তাদের জন্য আগুনের শয্যা ও চাদর নির্দিষ্ট আছে। আমরা জালেমদের এরকম প্রতিফলই দিয়ে থাকি।" (সূরা 'আরাফ ৪০-৪১)

এবার আমরা জাহান্নামের শাস্তির কিছু স্বরূপ বর্ণনা করবো ঃ

পৃথিবীর মতো এতো সুন্দর চেহারা বা আকার আকৃতি জাহান্নামবাসীদের থাকবে না। সেদিন তাদের চেহারাকে বিকৃতি ও কুৎসিত করে দেয়া হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا السَّيِّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا – وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ * مَالَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ * كَاَنَّمَا اُغْشِيَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾

"যারা খারাপ কাজ করবে তাদের পরিণতিও অনুরূপ খারাপ হবে। অপমান লাঞ্ছনা তাদেরকে আবদ্ধ করে রাখবে। আর আল্লাহর গজব থেকে কেউ তাদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। তাদের মুখমণ্ডল যে ঘুটঘুটে কালো রাতের তিমিরে আচ্ছাদিত। (সূরা ইউনুস ২৭ আয়াত)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

﴿ تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ﴾

আগুন তাদের মুখমণ্ডলকে চেটেচেটে খাবে এবং তাদের চেহারাগুলো হবে বীভৎস। (সূরা মু'মিন ঃ ১০৪ আয়াত)

হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ "জাহান্নামী কোন

www.WaytoJannah.com

Contents

ব্যক্তিকে যদি পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হতো তবে তার বীভৎস চেহারা দেখে এবং গায়ের দুর্গন্ধে পৃথিবীবাসী মারা যেতো।" একথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। (তারগীব ও তারহীব)

জাহান্নামের ভয়াবহ আজাবের বর্ণনা দিয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ * ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ * ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ * فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴾

"নির্দেশ দেয়া হবে– ধরো এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আর সত্তর হাত দীর্ঘ শিকল দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দাও। (বলা হবে) আজ তার সহানুভূতিশীল সহমর্মী কোন বন্ধুই নেই।" (সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৩১-৩৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

﴿ اِذِ الْاَ غْلاَلُ فِيْ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاَسِلُ ـ يُسْحَبُوْنَ ـ فِي الْحَمِيْمِ ـ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ﴾

"যখন তাদের গলায় শিকল ও জিঞ্জির লাগানো হবে, তখন তা ধরে টগবগ করে ফুটন্ত পানি দিয়ে টানা হবে এবং পরে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (সূরা আল-মুমিন (গাফির) ৭১-৭২ আয়াত)

﴿ وَاِنَّ لِلطَّاغِيْنَ لَشَرَّ مَاب ـ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ ـ هٰذَا ـ فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ـ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِه اَزْوَاجٌ ﴾

"আর খোদাদ্রোহী লোকদের নিকৃষ্ট পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে তারা (অনন্তকাল) জ্বলবে। এটা অত্যন্ত খারাপ স্থান। প্রকৃতপক্ষে এ তাদের জন্যেই। অতএব সেখানে তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগ করা ফুটন্ত পানি, পুঁজ, রক্ত এবং এ ধরনের আরো অনেক কষ্টের।" (সূরা সাদ ঃ ৫৫–৫৮)

সূরা হাজ্জে বলা হচ্ছে ঃ

﴿ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ـ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِيْ بُطُوْنِهِمْ

www.WaytoJannah.com

وَالْجُلُوْدُ ـ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيْدٍ ـ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

"তাদের (জাহান্নামীদের) মাথার উপরে তীব্র গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু ও চামড়া (সাথে সাথে) গলে যাবে এবং তাদের জন্য লোহার ডাণ্ডা থাকবে। যখনই তারা শ্বাসরোধক অবস্থায় জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এবং বলা হবে দহনের শাস্তি ভোগ করতে থাক।" (সূরা হাজ্জ ঃ ১৯-২২)

সূরা নিসায় বলা হচ্ছে ঃ

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴾

"যখন তাদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে গলে যাবে, তখন (সাথে সাথে) সেখানে অন্য চামড়া সৃষ্টি করে দেবো ; যে কোন তারা আজাবের স্বাদ পুরোপুরি আস্বাদন করতে পারে। বস্তুত আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী এবং নিজের ফায়সালা সমূহ কার্যকরী করার কৌশল খুব ভালো করেই জানেন।" (সূরা নিসা ঃ ৫৬ আয়াত)

জাহান্নামে যে সকল খাদ্য ও পানীয় দেয়া হবে সে সম্পর্কে এবার কিছু বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ * طَعَامُ الْاَثِيْمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ـ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴾

"যাক্কুম গাছ জাহান্নামীদের খাদ্য হবে ; তিলের তেলচিটের মতো। পেটে এমনভাবে উথলে উঠবে যেমন টগবগ করে ফোঁটা পানি উথলে উঠে।" (সূরা দুখান ঃ ৬৭ আয়াত)

এই বৃক্ষের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيْ اَصْلِ الْجَحِيْمِ * طَلْعُهَا كَاَنَّهُ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴾

www.WaytoJannah.com

Contents

"তা এমন একটি গাছ যা জাহান্নামেরর তলদেশ হতে বের হয়। তার ছড়াগুলি এমন, যেনো শয়তানের মাথা।"

সূরা গাশিয়াহতে বলা হয়েছে ঃ

﴿تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ـ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ * لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ﴾

"তাদেরকে ফুটন্ত কুপের পানি পান করানো হবে। কাঁটা যুক্তি শুকনা ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য তাদের জন্য থাকবে না। তা দেহের পুষ্টি সাধন করবে না এবং তাতে ক্ষুধারও উপশম হবে না। (সূরা গাশিয়াহ ঃ ৫–৭ আয়াত)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

﴿فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ﴾

"(সে পানি পান করা মাত্র) তা তাদের নাড়ি ভুড়িকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ১৫ আয়াত)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

﴿وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ـ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهُ وَ يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ بِمَيِّتٍ﴾

"আর গলিত পুঁজ পান করানো হবে যা সে অতিকষ্টে গলধঃকরণ করবে এবং তা গলধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। চতুর্দিক থেকে মৃত্যু যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে নেবে কিন্তু তবুও তার মৃত্যু হবে না।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ১৬-১৭ আয়াত)

জাহান্নামীরা তাদের জাহান্নামে যাবার ব্যাপারে নিজেদের নেতা, বাপ-দাদা এবং শয়তানের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে পাকড়াও হলেও তারা অপরের কাঁধে দোষ চাপানোর চেষ্টা করবে। উদ্দেশ্য একটি তা হচ্ছে সামান্য হলেও আল্লাহর করুণা দৃষ্টি লাভ করা। তখন শয়তান নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তখন শয়তান জাহান্নামবাসীদের লক্ষ্য করে বলবে ঃ

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

www.WaytoJannah.com

وَوَعَدتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ *

"যখন চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়া হবে, তখন শয়তান বলবে ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা সবই সত্য ছিল। আর আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু তার একটিও আমি পূরণ করিনি। তোমাদের উপর আমারতো কোন জোর জবরদস্তি ছিলনা। আমি কেবলমাত্র তোমাদেরকে আহ্বান করেছি আর অমনি তোমরা সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছো। কাজেই এখন আর আমাকে দোষ দিওনা, তিরস্কার করোনা। বরং নিজেকে নিজে দোষ দাও, তিরস্কার করো। আজ আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে যেমন অপারগ ঠিক তোমরাও আমাকে উদ্ধার করতে তেমন অপরাগ। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছিলে, আজ আমি তার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করছি। বস্তুতঃ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিতো জালিমদের জন্যই নির্দিষ্ট। (সূরা ইবরাহীম)

এছাড়াও বহু আয়াত ও সহীহ হাদীসের দলীল প্রমাণে জাহান্নামের ভয়াবহতার কথা আমরা জানতে পারি। আল্লাহ আমাদের জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন। এবং তাঁকে রাজি খুশি করে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার তাওফীক দান করুন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

Contents

জান্নাত সম্পর্কিত খুতবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ وَكُلُّ ضَلاَ لَةٍ فِى النَّارِ ـ مَن يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : ﴿ جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ـ مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ـ وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ـ هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ـ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴾

জান্নাতবাসীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দ্বার রক্ষীগণ সুসংবাদ জানিয়ে তাদের স্বাগত জানাবে। যেমন সূরা যুমারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

حَتّٰى إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ *

"অতঃপর যখন তারা সেখানে (প্রবেশ করার জন্য) আগমন করবে, তখন দরজার প্রহরীরা তাদের জন্য দরজাসমূহ খুলে রাখবে এবং জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আপনাদের প্রতি অবারিত শান্তি বর্ষিত হোক। অনন্তকালের জন্য এখানে প্রবেশ করুন। (সূরা যুমার ৭৩ আয়াত)

জান্নাতে যা পাওয়ার ইচ্ছা করবে তাই পাবে ঃ

www.WaytoJannah.com

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষ্য বাণী ঃ

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ – نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ *

"সেখানে তোমরা যা কিছু চাও পাবে এবং যা ইচ্ছে করবে সাথে সাথে তাই হবে। এটা হচ্ছে ক্ষমাশীল ও দয়াবান আল্লাহর তরফ হতে মেহমানদারী।" (সূরা হা-মীম সাজদাহ ৩০-৩১ আয়াত)

জান্নাতের এই সুখ কোনদিন শেষ হবে না ঃ

সূরা ওয়াকিয়ার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা এই গ্যারান্টির কথা জানিয়ে দিয়ে এরশাদ করছেন ঃ

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ * وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ * وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ

"তাদের জন্য কাঁটাবৃক্ষসমূহ, থরে থরে সাজানো কলা, বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী ছায়া, সর্বদা প্রবাহমান পানি, আর খুব প্রচুর পরিমাণ ফল থাকবে। যা কোনদিন শেষ হবে না এবং ভোগ করতে কোন বাধা বিপত্তিও থাকবে না। (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৮–৩৩)

জান্নাতের অনন্ত সুখের আরো নমুনা আমরা সূরা সাদের মধ্যেও জানতে পারি। যেখানে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জান্নাতবাসীদের সুখের কথা জানিয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

جَنّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ – مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ – وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ – هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ – اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ *

"চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যার দ্বারগুলো তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। সেখানে তারা ঠেস দিয়ে বসেব এবং প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে পাঠাবে, আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে। এ জিনিসগুলো এমন যা হিসেবের দিন দান করার জন্য তোমাদের নিকট ওয়াদা করা হয়েছে। এটা আমাদের দেয়া রিয্ক, কোন দিন নিঃশেষ হয়ে যাবে না। (সূরা সাদ ৫০–৫৪ আয়াত)

www.WaytoJannah.com

Contents

জান্নাতে কোন দুঃখ কষ্ট থাকবে না। দুনিয়ার মতো আরও পাওয়ার লোভ সেখানে থাকবে না। যাকে সবচেয়ে ছোট জান্নাত দেওয়া হবে তারও কোন অনুতাপ বা দুঃখ থাকবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ وَّمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَ *

"তারা সেখানে কখনও কোন দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হবে না এবং কোন দিন সেখান থেকে তাদেরকে বের করে দেয়া হবে না। (সূরা হিজর ঃ ৪৮ আয়াত)

মুসলিম শরীফে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

مَنْ يَّدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَلَا يَبْلٰى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنٰى شَبَابُهُ ـ

"যারা জান্নাতে যাবে তারা সর্বদা স্বচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবনও কোনদিন শেষ হবে না। (মুসলিম)

জান্নাতে দুনিয়ার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী দাম্পত্য সুখ থাকবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَصْفُوْفَةٍ ـ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ـ

"তারা সামনাসামনিভাবে সাজানো সারি সারি আসনের উপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং আমি তাদের সাথে সুনয়না হুরদেরকে বিবাহ দিবে।" (সূরা তূর ২০)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ ﴿ فِيْهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌ ﴾

"তাদের জন্য সচ্চরিত্রবাণ ও সুদর্শন স্ত্রীগণ (থাকবে)। (সূরা আর রাহমান ঃ ৭০)

জান্নাতের সৌন্দর্য আর সেখানকার অফুরন্ত নেয়ামতের কথা আমরা অত্র আয়াতেও জানতে পারি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

﴿ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ـ ﴾

"যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য এমন

www.WaytoJannah.com

উদ্যানসমূহ রয়েছে যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান। আর সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সেখানে তাদের জন্য আরও আছে সতিসাধ্বী স্ত্রীগণ। ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।"

জান্নাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ﴾

"সেখানে (জান্নাতে) যে দিকে তোমরা তাকাবে শুধু নিয়ামাত আর নিয়ামাত এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সরঞ্জাম দেখতে পাবে।" (সূরা দাহর ঃ ২০)

জান্নাতে বড় বড় সরম্য অট্টালিকা থাকবে যা নিম্নবর্ণিত হাদীস থেকে জানতে পারি।

« لَبِنَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَمَلاَطُهَا الْمِسْكُ الاَذْفَرُ وَحَصْبَاءُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوْتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ ـ »

"একটি ইট স্বর্ণের এবং একটি ইট রৌপ্যের, এভাবে গাঁথুনী দেয়া হয়েছে। আর মিশক হচ্ছে তার সিমেন্ট এবং মণিমুক্তা ও ইয়াকুত পাথর হচ্ছে তার সুরকি। মেঝে বানানো হয়েছে জাফরান দিয়ে।" (তিরমিযী, আহমাদ, দারেমী এটি বর্ণনা করেছে)।

সবশেষে জেনে রাখুন জান্নাতবাসীদের কোনদিন মৃত্যু হবে না যার ফলে তারা চিরস্থায়ী সুখের জীবন লাভ করবে।

এ মর্মে আল্লাহ তা'আলার গ্যারান্টি ঃ

﴿ لاَ يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلاَّ الْمَوْتَةَ الاُوْلٰى ـ وَوَقٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴾

"সেখানে তারা আর কখনো মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। পৃথিবীতে একবার যে মৃত্যু হয়েছে সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে বাঁচিয়ে দেবেন।" (সূরা দুখান ঃ ৫৬)

এছাড়াও কুরআন মাজীদের বহু জায়গায় এবং সহীহ হাদীসগ্রন্থসমূহে জান্নাতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিবরণ আমরা জানতে পারি।

www.WaytoJannah.com

Contents

আল্লাহ আমাদেরকে আমালে সালেহ করে তার সেই জান্নাতে প্রবেশ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

মৃত্যু সম্পর্কে খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ وَكُلُّ ضَلاَ لَةٍ فِى النَّارِ ـ مَن يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَّعْصِهِمَا فَإِنَّه لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ ـ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾

"তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালাতে চাও, সে মৃত্যুর সাথে অবশ্যই তোমাদের সাক্ষাত হবে। তারপর তোমাদেরকে সেই মহান আল্লাহর কাছে ফেরত পাঠানো হবে, যিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল বিষয় জানেন এবং তিনি

www.WaytoJannah.com

তোমাদেরকে তোমাদের আমল ও কাজ-কর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।" (সূরা জুমুআ ৮)

কুরআনের বহু জায়গায় আল্লাহ মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন, মৃত্যু চিরন্তন। তা আসবেই।

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ * (النساء : ٧٨)

"তোমরা যেখানেই থাক, মৃত্যু তোমাদেরকে পাবেই।"

কুরআন মাজীদে ঘোষণা হচ্ছে ঃ

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾ (الانبياء : ٣٤)

"আপনার আগে কোন মানুষকে আমি চিরস্থায়ী করিনি।"

আল্লাহ বলেছেন ঃ

﴿ لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌ اِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴾

"সকল উম্মতের রয়েছে সুনির্দিষ্ট জীবন বা হায়াত। যখন তাদের সেই সুনির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হবে, তখন তারা সেই সময়কে মুহূর্তের জন্যেও আগে পিছে করতে পারবে না।" (সূরা ইউনুস ৪৯)

অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট সময়েই তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ اَلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ﴾

"আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী সে বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল-মুল্‌ক ২)

মৃত্যুর সাথে হায়াতের চূড়ান্ত লক্ষ্য সংযুক্ত রয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴾ (آل عمران : ١٠٢)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মৃত্যু বরণ কর না।" (সূরা আলু-ইমরান ১০২)

www.WaytoJannah.com

Contents

হায়াতের চরম লক্ষ্য হল, আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানা ও তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা। কাজেই কেউ যেন সে সকল আদেশ নিষেধের আনুগত্য না করে মৃত্যু বরণ না করে। যদি কেউ এর বিপরীত কাজ করে, তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ বলতে ফরয, ওয়াজিব এবং হারামকে বুঝায়। তাই কি কি ফরয-ওয়াজিব ও হারাম আছে, তা আগে জানতে হবে।

আল্লাহ কুরআনে এ বিষয়ে আরো বলেছেন ঃ

﴿ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ﴾ (آل عمران : ١٨٥)

"হাশরের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পারিশ্রমিক পূর্ণ করে দেয়া হবে। যাকে দোযখের আগুন থেকে দূর রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে সে অবশ্যই সফল হবে।" (সূরা আলে-ইমরান ১৮৫)

মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন লোকের সংখ্যাই বেশী। এ উদাসীন লোকেরা ভুলেও মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে চায় না। তাই তারা আল্লাহর হুকুমের নাফরমানী করে, নিয়মিত ফরয ওয়াজিব লঙ্ঘন করে এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে চায় না। তাদের কাছে সগীরাহ, কবীরাহ, শির্ক, বিদআত কোনটারই বালাই নেই। তারা একাধারে পাপ ও গুনাহ অব্যাহত রেখেছে।

রাসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

﴿ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ » (بخاري باب سكرا الموت)

"মৃতের সাথে তিনটি জিনিস কবর পর্যন্ত যায়। এর মধ্যে দু'টি ফিরে আসে এবং একটি থেকে যায়। যে তিনটি জিনিস কবর পর্যন্ত যায়, সেগুলো হচ্ছে- (১) মৃতের পরিবার পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন (২) মাল-সম্পদ ও (৩) আমল। কিন্তু তার পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ ফিরে আসে এবং আমল কবরে থেকে যায়।"

এ হাদীস আমাদের পরিষ্কার বলে দিচ্ছে কবর ও পরকালে নেক আমল

www.WaytoJannah.com

ছাড়া আর কিছু সাথে যাবে না। আমরা সন্তান ও পরিবার এবং অর্থ-সম্পদকে ভালবাসি-এর পেছনে সকল সময় ব্যয় করি, মৃত্যু ও কবর সম্পর্কে চিন্তার সময় পাই না এবং নেক আমল ও কাজ করার সুবিধা পাই না। অথচ সেই অর্থ-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সবাই কবর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসবে আর যে জিনিস কবরের সাথে যাবে, সেই জিনিসের প্রতিই আমরা উদাসীন।

আরেক হাদীসে রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে, তার মালিক কে? সাহাবায়ে কিরাম জওয়াব দেন, আমরা।" রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "ওয়ারিশ যে সম্পদের মালিক হয়, সেটার আসল মালিক তো তোমরা নও। তোমরা ঐ সম্পদের মালিক যা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছ।"

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

﴿ اِثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اٰدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ ﴾

"আদম সন্তান দুই জিনিসকে অপছন্দ করে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে। অথচ মৃত্যু ফিতনা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে মু'মিনের জন্য উত্তম। সে অল্প সম্পদকে অপছন্দ করে, অথচ অল্প সম্পদ পরকালের হিসেবের জন্য সুবিধেজনক। (আল এসতে'দাদ লিল মাওত–যাইনুফিন্ন আলী বিন মোআব্বারী–মকতবা আত তোরাস আল ইসলামী-কায়রো, মিসর)

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) এক লোককে লক্ষ্য করে বলেন ঃ

﴿ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ﴾

"তুমি পাঁচ জিনিসের আগে পাঁচ জিনিসের মর্যাদা বুঝ। (১) বৃদ্ধকালের আগে তোমার যৌবন (২) অসুস্থতার আগে তোমার সুস্থতা (৩) অভাবের আগে তোমার সম্পদ (৪) ব্যস্ততার আগে তোমার অবসর সময় এবং (৫) মৃত্যুর আগে তোমার জীবন।

www.WaytoJannah.com

Contents

এই হাদীসে মৃত্যু আসার আগে জীবনের সময়ের সদ্ব্যবহার সহ মোট ৫টি জিনিসের সদ্ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। (বৃদ্ধ, অসুস্থ ও অভাবী লোক ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় নেক কাজ করতে পারে না। অবসর সময় ভাল কাজে এবং মৃত্যুর আগের সময়কে কাজে লাগানো সৌভাগ্যের লক্ষণ।

মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সঃ)-ও মুক্তি পাননি। এই যন্ত্রণা খুবই কঠিন। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, মৃত্যুকালীন সময়ে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে একটি পানির পাত্র ছিল এবং তাতে পানি ছিল। তিনি তাতে হাত দিয়ে পরে নিজ চেহারা মোবারকে মুছতেন এবং বলেছেন ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আছে। তারপর দু'হাত তুলে বলেন, 'মহান বড় সাথীর সাথে।' তারপর রূহ চলে যায় ও হাত মোবারক নীচে থেমে পড়ে। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখার পর আর কারুর মৃত্যু যন্ত্রণাকে ছোট মনে করি না। (মোন্তাখাব কানযুল উম্মাল হাশিয়া আলা মুসনাদ ইমাম আহমাদ)

মানুষকে মরতে হবে কিন্তু তাই বলে খারাপ মৃত্যু কারো কাম্য নয়। সবাইকে ভাল মৃত্যু কামনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভাল মৃত্যুর কিছু আলামত বর্ণনা করেছেন। যেমন–

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا إِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"মৃত্যুর সময় যার মুখে কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু শেষ বাক্য হিসেবে উচ্চারিত হবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।" (আবূ দাউদ হাদীস নং ৩১১৬, হাকিম)

শাহাদাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন মৃত্যু নেই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ * فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

www.WaytoJannah.com

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা তাদের প্রভুর কাছে চিরজীবিত এবং রিযিকপ্রাপ্ত। আল্লাহ তাদেরকে যে দয়া ও করুণা দান করেছেন, তা পেয়ে তা আনন্দিত। তারা তাদের পরবর্তী ঐ সকল লোকদের ভয়-ভীতি ও দুঃখ-কষ্ট হবে না। জেনেও খুশী যারা এখনও এসে তাদের সাথে মিলেনি। তারা আল্লাহর নিয়ামত ও করুণা লাভ করে খুশী। নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের পুরস্কার নষ্ট করবেন না।" (সূরা আলে-ইমরান ১৬৯-১৭১)

মৃত্যুর আগের সর্বশেষ কাজ হবে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত ঃ

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

« مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ اِبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ »

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কালেমা লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করে এবং মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন রোযা রাখে ও মৃত্যুবরণ করে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান সদকা করে এবং মৃত্যুবরণ করে সেও বেহেশতে প্রবেশ করবে।" (আহমাদ)

এখন আমরা খারাপ মৃত্যুর কতিপয় অবস্থা ও কারণ বর্ণনা করবো ঃ

১. গুনাহর কাজ ভাল লাগা ঃ

যে ব্যক্তি গুনাহর কাজে ভালবাসে, সে অবশ্যই নেক কাজকে ভালবাসতে পারে না। সে সর্বদা বিভিন্ন গুনাহ ও নাফরমানীর কাজে ডুবে থাকে। গুনাহর কাজ অনেক। নামায না পড়া, রোযা না রাখা, যাকাত না দেয়া, হজ্জ না করা, পর্দা না করা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের প্রতিরোধ না করা। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলা, ধোঁকা দেয়া, ওজনে কম দেয়া, সুদ-ঘুস নেয়া-দেয়া, জেনা করা, নিন্দা ও গীবত করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া, অন্যায়-অত্যাচার ও যুলুম করা, যাদু ও চুরি করা, ধুমপান ও মদপান করা ইত্যাদি বহু গুনাহর কাজ

www.WaytoJannah.com

Contents

রয়েছে। গুনাহর কাজের শেষ নেই। সে সকল পাপ কাজে ডুবে থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সেই মৃত্যু অবশ্যই খারাপ মৃত্যু হতে বাধ্য। কেননা, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ مَاتَ عَلٰى شَيْءٍ بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ

"যে কাজের ওপর ব্যক্তির মৃত্যু হয়, আল্লাহ তাকে সেই কাজ সহ হাশর করাবেন।" (হাকিম)

অন্য আরেক হাদীস আছে ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ (بخاري)

"শেষ পরিণতির ওপরই কাজের ফলাফল নির্ভর করে।" (বুখারী)

তাই ব্যক্তিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, গুনাহর কাজ পরিহার করে নেক কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়তে হবে।

২. লম্বা আকাঙ্খা ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ فِيْهِ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ۔

"আদম সন্তান বৃদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু তার মধ্যে ২টি জিনিস চির যৌবনের অধিকারী থাকবে। (১) সম্পদের প্রতি লোভ এবং (২) বয়সের প্রতি আগ্রহ।"

৩. তাওবা না করা ঃ

শয়তানের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল, বান্দাহকে তাওবা থেকে বিরত রাখা। তাওবা না করে গুনাহর ওপর টিকে থাকলে নেক মৃত্যুর সুযোগ সৃষ্টি হবে না। অপরদিকে রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ (ابن ماجة)

"তাওবাকারী ব্যক্তির উদাহরণ হল, যার কোন গুনাহ নেই।" (ইবনু মাজাহ)

www.WaytoJannah.com

৪. আত্মহত্যা ঃ

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

اَلَّذِيْ يَخْنِقُ نَفْسَهُ يَخْنِقُهَا فِي النَّارِ وَالَّذِيْ يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُهَا فِي النَّارِ (بخاري)

"যে ব্যক্তি গলা টিপে আত্মহত্যা করে সে দোযখের মধ্যে গলা টিপে নিজেকে হত্যা করতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে আঘাত করে, সে দোযখে নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।" (বুখারী)

৫. লোক দেখানোর মনোভাব ঃ

ইবাদতের উদ্দেশ্য যদি লোক দেখানো কিংবা দুনিয়াবী কোন লক্ষ্য অর্জন হয়, তাহলে সকল আমল বরবাদ হয়ে যাবে। ফলে, মৃত্যুর সময়ও একই মনোভাব থাকার কারণে ভাল মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা কম। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন ঃ

﴿ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ * الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ * الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ ﴾ (الماعون : ٤-٦)

"সেই সকল মুসল্লীর জন্য ধ্বংস যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন এবং যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ইবাদত করে।" (সূরা আল-মাউন ৪-৬)

লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কৃত সকল ইবাদত ধ্বংস ও বাতিল।

এবার খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার কতিপয় পদ্ধতি সম্পর্কে বলব

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

لَا يَمُوْتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে আশাবাদী হতে হবে।" (মুসলিম হাদীস নং ২৮৭৭)

www.WaytoJannah.com

Contents

হযরত ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ يَرٰى ذُنُوْبَهٗ كَاَنَّهٗ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ اَنْ يَّقَعَ عَلَيْهِ

(بخاري)

"মু'মিন নিজ গুনাহর ব্যাপারে এ অনুভূতি পোষণ করে যে, সে একটি পাহাড়ের নীচে বসা এবং যে কোন সময় পাহাড়টি তার ওপর ধ্বংস পড়তে পারে।" (বুখারী, মুসলিম)

গুনাহ থেকে তাওবা করতে হবে ঃ

গুনাহ থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা তাওবা করার আদেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ (النور : ٣١)

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহর কাছে সবাই তাওবা কর, সম্ভবত তোমরা সাফল্য লাভ করবে।" (সূরা আন-নূর ৩১)

উচ্চ ও লম্বা আশা কমাতে হবে ঃ

রসূলুল্লাহ (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উচ্চাশা ও নফসের কামনার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

اِنَّ اَشَدَّ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ خَصْلَتَانِ اِتِّبَاعُ الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ فَاَمَّا اِتِّبَاعُ الْهَوٰى فَاِنَّهٗ يَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَاِنَّهُ الْحُبُّ لِلدُّنْيَا

"আমি তোমাদের দু'টি বিষয়ে সর্বাধিক ভয় করি। নফসের কামনা এবং লম্বা আশা। নফসের কামনা বা অনুসরণ মানুষকে সত্য এবং হক থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। লম্বা ও উচ্চাশা হচ্ছে, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা।" (ইবনুদ দুনিয়া। এছাড়াও এরাকী তাঁর আল এহইয়া কিতাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করা ঃ

সুখ-দুঃখে এবং দিন-রাত সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ তাহলীল এবং মুখে ও অন্তরে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে উপস্থিত হতে

www.WaytoJannah.com

পারে। মৃত্যু উপস্থিত হলে এবং মুখে আল্লাহর স্মরণ জারি থাকলে, সেই মৃত্যু অবশ্যই ভাল হবে। সাঈদ বিন মানসুর হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

«سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَمُوْتَ يَوْمَ تَمُوْتُ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللهِ»

"রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন্ আমল উত্তম? তিনি উত্তরে বলেন, যেদিন তোমার মৃত্যু হবে, সেদিন যদি তোমার জিহ্বা আল্লাহর স্মরণে তরল থাকে, তাই হবে উত্তম আমল।" (আল মুগনী ইবনু কুদামাহ)

তাকওয়ার অনুসরণ ঃ

ভাল মৃত্যুর উপায় এবং খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচার সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হচ্ছে, তাকওয়া অবলম্বন করা। তাকওয়ার অর্থ অর্থ হল, আল্লাহর আদেশ মানা ও নিষেধ বা হারাম থেকে দূরে থাকা। কিন্তু আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন না করে আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ঃ

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ (آل عمران : ١٠٢)

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে সত্যিকার অর্থে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল। তোমরা মুসলিম হওয়া ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না।" (সূরা আলে-ইমরান ১০২)

بَارَكَ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

Contents

ঈদুল ফিতরের খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَ لَةٌ وَكُلُّ ضَلاَ لَةٍ فِى النَّارِ - مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَ شَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهٗ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهٗ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ –اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَّأَبْقَى إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُوْلَى صُحُفِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴾

অর্থঃ নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর সালাত আদায় করে বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং ইব্রাহীম ও মুসার কিতাব সমূহেও।
(সূরা- আল-আলা ১৪-১৯)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لِلّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً

রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ

www.WaytoJannah.com

اِنَّ لِـكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا وَهٰذَا عِيْدُنَا (بخاري)

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ প্রত্যেক কওম ও জাতির জন্য একটা খুশীর দিন আছে আর আমাদের খুশীর দিন এটাই (বুখারী)।

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِىْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهٰى بِهِمْ مَلَائِكَتَهٗ –

অর্থ ঃ যখন রোযাদারদের ঈদের দিন হত তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাদের সামনে ওই সমস্ত রোযাদারদের মর্যাদা বর্ণনা করেন।

فَقَالَ يَامَلَائِكَتِيْ مَاجَزَاءُ اَجِيْرٍ وَفّٰى عَمَلِهٖ –

অর্থ ঃ এবং বলেন হে আমার ফেরেশতারা ঐ মজদুরদের বদলা কি হতে পারে যে তার কাজ পুরাপুরি করেছে।

قَالُوْا رَبَّنَا جَزَاؤُهٗ اَنْ يُّوَفّٰى اَجْرَهٗ –

ফেরেশতারা বলেন, হে আমাদের প্রভু ! তাদের বদলা এটাই যে, তাদের পুরস্কার পুরাপুরি পাওয়ার হকদার।

فَيَقُوْلُ اِرْجِعُوْا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ * (مشكاة)

অতঃপর বলেন হে আমার বান্দাগণ তোমরা ফিরে যাও আমি তোমাদের সকলকে মাফ করে দিলাম এবং তোমাদের গোনাহকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করলাম। (মেশকাত)

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَّعُمَرُ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

অর্থ ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবূ বকর ও উমার খুৎবার পূর্বে সালাত আদায় করতেন।

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَبَّرَ فِي الْعِيْدَيْنِ فِي الْأُوْلٰى سَبْعًا

www.WaytoJannah.com

Contents

قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِى الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ * (ترمذى)

অর্থ ঃ নিশ্চয় নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় ঈদে প্রথম রাকাআতে কিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন। (তিরমিযী)

أَوَّلُ وَقْتِ صَلاَةِ الْعِيْدَيْنِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ (أبو داؤد جلد ٢، ٢٧ إبن ماجة جلد ١ صـ ٤١٨)

অর্থ ঃ যখনই সূর্যোদয় হয় তখনই ঈদের সলাতের সময় হয়ে যায়। (আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, ইবনু মাজাহ, ১ম খণ্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يُفْطِرُ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ

অর্থ ঃ হযরত বুরাইদা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদুল ফিতরের দিনে কিছু না খেয়ে ঈদগাহে যেতেন না। আর কুরবানীর ঈদে সালাতের পূর্বে কিছুই পানাহার করতেন না। আরো উল্লেখিত যে, তিনি কুরবানী না করে কিছুই ভক্ষণ করতেন না। (তিরমিযী ২য় খণ্ড, ৪২৬ পৃষ্ঠা, 'ঈদাইন অধ্যায়)

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا، أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا (رواه البخاري جلد ٢-٣، صـ ٣ زاد المعاد جلد ١، صـ ٤٤٢)

অর্থ ঃ হযরত বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহর নবীর খুৎবা শুনেছি, তিনি ইরশাদ করেন যে, আজ আমাদের ঈদের দিনে সর্ব প্রথম কাজ হ'ল, ঈদের সালাত আদা করা। এরপর কুরবানীর ঈদে বাড়ী গিয়ে সর্ব প্রথম কুরবানী করা। অতএব যে ব্যক্তি এর উপর সঠিক আমল করতে পারলো, সে ব্যক্তিই সুন্নাতে উপনীত হ'ল। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ

www.WaytoJannah.com

ঈদের অধ্যায় উক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন। (বুখারী, ২য় খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা, যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, ৪৪২)

اَلسُّنَّةُ : أَنْ يَّأْكُلَ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَأْكُلَ فِي الْأَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ - وَهٰذَا قَوْلُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ : عَلِي وَابْنُ عَبَّاسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَغَيْرِهِمْ - لَا نَعْلَمُ فِيْهَا خِلَافًا – وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَفِي رِوَايَةٍ : يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا (البخاري جلد ٢، صـ ٣)

অর্থ ঃ ঈদুল ফিৎরে সালাতের পূর্বে পানাহার করা রাসূলের সুন্নাত। তবে কুরবানীর ঈদে সালাতের পূর্বে না খাওয়াই রাসূলের সুন্নাত। পূর্ব যুগের ইসলাম বিশারদ পণ্ডিতগণের ইহার উপরই আমল ছিল। তাঁদের মধ্যে ৪র্থ খলীফা হযরত আলী এবং হযরত ইবনুল আব্বাস। এর সাথে ইমাম শাফেঈ এবং অন্যান্যরাও এ মত পোষণ করেন। এ মতের বরখিলাফ বলে আমাদের জানা নেই। হযরত আনাস বলেন ঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিৎরের দিবসে কিছু না খেয়ে সকাল করতেন না। আর তিনি বেজোড় সংখ্যাই ভক্ষণ করতেন।

(বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৩য় পৃষ্ঠা, যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

وَيَسْتَحِبُّ اَنْ يَّتَنَظَّفُ وَيَلْبِسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ وَيَتَطَيَّبُ وَيَتَسَوَّكُ، دَلِيْلُ : حَدِيْثِ إِبْنُ عُمَرَ (بخاري جلد ٢، صـ ٢٠، مسلم : جلد ٣، صـ ١٢٣٩، أبوداؤد : جلد ١ صـ ٢٤٧، مسند أحمد : جلد ٢ صـ ٢٠، مغني : جلد ٣، صـ ٢٥٧)

অর্থ ঃ ঈদের দিনে মিসওয়াক করে গোসলের মাধ্যমে পাক পবিত্র হয়ে উত্তম কাপড় পরিধান করে আতর ব্যবহার করে ঈদগাহে যাওয়া সুন্নাত ও উত্তম বলে প্রমাণিত। হযরত ইবনু ওমর ও অন্যান্য সাহাবাগণের বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(বুখারী ঃ ২য় খণ্ড, ২০ পৃঃ, মুসলিম ঃ ৩য় খণ্ড, ১২৩৯ পৃঃ, আবূ দাউদ ঃ

www.WaytoJannah.com

Contents

১ম খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ, আহ্মাদ ঃ ২য় খণ্ড, ২০ পৃঃ, মুগনী ঃ ৩য় খণ্ড, ২৫৭ পৃঃ)

وَتَأْخِيْرُ صَلَاةِ الْفِطْرِ لِيَتَّسِعَ وَقْتُ إِخْرَاجِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَهٰذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيْ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا – وَقَدْرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَتَبَ إِلٰى عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ، أَنْ أَخِّرْ صَلَاةَ الْفِطْرِ وَعَجِّلْ صَلَاةَ الْأَضْحٰى –

(المغني لإبن قدامة، جلد ٣، صـ ٢٦٧)

অর্থ ঃ ঈদুল ফিৎরের সালাত তুলনামূলক একটু বিলম্বে পড়াই শ্রেয়। যাতে করে সকলের ফিৎরা আদায়ের সময় সুযোগ হয়। ইমাম শাফেঈ উক্ত মত সমর্থন করেন। এবং তিনি এ কথাও বলেন যে, ঈদুল ফিৎরের সালাত বিলম্বে পড়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। মহানবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই আ'মর বিন হাযমকে চিঠি লিখে পাঠালেন। তিনি যেন ঈদুল ফিৎরের সালাত একটু বিলম্বে পড়ান। আর ঈদুল আযহার সালাত যেন একটু সকালে পড়ান। (মুগনী ইবনু কুদামাহ, ৩য় খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা)

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

ঈদুল আজহার খুৎবা

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ-اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : وَقَدْ قَصَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا فِي الْقُرْآنِ، نَبأ تقريب إبراهيم عَلَيْهِ السَّلاَم وَلَده لِلْقُرْبَانِ، قَالَ تَعَالى : ﴿ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصَّالِحِيْنَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِيْمٍ ـ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّيْ اَرٰي فِي الْمَنَامِ إِنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَا اَبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ فَلَمَّا اَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَّاإِبْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِيْنُ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الآخِرِيْنَ سَلاَمٌ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য শোভা পায়। আমরা তাঁরই জন্য সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করি।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইবরাহীম (আঃ) তার পুত্রকে কুরবান করার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে সূরা সাফ্ফাতের ১০২ নং আয়াত হতে ১০৯ নং আয়াত পর্যন্ত কিসসা বর্ণনা করেন ঃ

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু আমাকে এক সৎ পুত্র সন্তান দান কর। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল তখন ইব্রাহীম তাকে বলল ঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, তোমাকে যবেহ্ করছি। এখন তোমার অভিমত কি? সে বলল ঃ পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাই করুন, আল্লাহ্ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। যখন পিতা পুত্র উভয়েই আত্মসমর্পণ

www.WaytoJannah.com

করল এবং ইবরাহীম তাকে যবেহ করার জন্য শায়িত করল তখন আমি তাকে ডেকে বললাম ঃ হে ইবরাহীম তুমি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালে। আমি এভাবেই সৎ কর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে যবেহ্ করার জন্য এক মহান জন্তু দিলাম আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি। ইব্‌রাহীমের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। (সূরা আস্-সাফ্‌ফাত ১০০-১১১)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لِلّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ- إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ * (الكوثر–١٠٨ : ١–٣)

অর্থঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি। অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। যে আপনার শত্রু সে-ইতো লেজকাটা নির্বংশ। (আল কাওছার- ১০৮ঃ ১-৩)

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَظِّمُوْا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ (تلخيص الحبير)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ মোটা হৃষ্টপুষ্ট জন্তু কুরবানী কর কেননা তা পুলসিরাতে তোমাদের পারা পারের সওয়ারী হবে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً-

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ ضَحُّوْا وَاحْتَسِبُوْا بِدِمَاءِ هَا فَإِنَّ الدَّمَ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي حِرْزِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ

www.WaytoJannah.com

Contents

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন ঃ হে মানব মণ্ডলী! তোমরা কুরবানীকর এবং উহার রক্ত প্রবাহিত করাকে নেকী মনে কর। যদিও রক্ত মাটিতে পড়ে কিন্তু অবশ্যই উহা আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত থাকে (তাবরানী)

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَحّٰى طَيِّبَةً نَفْسُهُ مُحْتَسِبًا لِأُضْحِيَتِهِ كَانَتْ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ (الطبرانى)

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্তরে আনন্দ রেখে সওয়াব মনে করে কুরবানী করল ওই কুরবানী জাহান্নামের আগুন হতে পর্দা হবে (আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারবে না)। (তাবারানী)

اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاعَمِلَ ابْنُ اٰدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ اِهْرَاقِ الدَّمِ وَاِنَّهُ لَيَاْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَاَشْعَارِهَا وَاَظْلاَفِهَا وَاِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللّٰهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ اَنْ يَّقَعَ بِالْاَرْضِ *

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ আদম সন্তানের কোন সৎ কর্মই– আল্লাহ্র কাছে কুরবানীর দিনে রক্ত প্রবাহিত করার চাইতে অধিকতর প্রিয় নয়। কিয়ামতের দিনে কুরবানীর পশুর শিং, লোম আর পালান পর্যন্ত হাজির করা হবে। কুরবানীর রক্ত মাটি স্পর্শ করার পূর্বেই আল্লাহ্র কাছে তার সওয়াব গ্রাহ্য হয়ে যায়। (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَّخْرُجَ فِي الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ وَاَمَرَ الْحُيَّضَ اَنْ يَّعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ (صحيح مسلم جلد ٢، صـ ٦٠٦ طبعة الرياض)

অর্থ ঃ হযরত উম্মে আতিয়্যা হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মহিলা সমাজকে

www.WaytoJannah.com

Contents

নির্দেশ করেছেন। আমরা যেন ঈদের মাঠে যুবতী ও পর্দাশীলা সকল মহিলাকে দলে বলে বের করে নিয়ে যাই। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলাদেরকেও যেন নিয়ে যাই। তারা শুধুমাত্র ওয়ায নসীহত শ্রবণ করবে আর জামা'আতের সাথে দোয়ায় শরীক থাকবে। সালাতে শামিল হবে না। মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার জন্য অতি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা, দ্বাপাখানা রিয়ায)

এখান থেকেই জামা'আতের ফযীলতের কথা আন্দাজ করা যায়, এরপরও যদি আমরা ফরয সালাতের গুরত্ব না দেই তবে মহান রাব্বুল 'আলামীন কি আমাদের প্রতি নারায হবেন না ? মহান রাব্বুল 'আলামীনের কঠিন শাস্তির ভয় করে সকলেই জামা'আতের সাথে অবশ্যই সালাত আদা করতে যত্নবান হবেন।

(আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন, আমীন)

مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ الْعِيْدَ مَاشِيًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ، أَوْ كَانَ مَكَانُهُ بَعِيْدًا فَرَكِبَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْتَكِبَ (ترمذي صلاة العيدين المغني جلد ٣ صـ ٢٦٢)

অর্থ ঃ ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে আসাই সুন্নাত। কোন ওযর থাকলে, কিংবা তার বাড়ী যদি দূরে হয়, তবে যানবাহনের সাহায্যে আসবে। তাতে কোন আপত্তির অবকাশ নেই। (তিরমিযী, ঈদ অধ্যায়, মুগনী, ৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা)

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ : فَقَالَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِيْ يَوْمِنَا هٰذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَحَرَ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَشَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِيْ شَيْءٍ (رواه البخاري جلد ٢ صـ ٦ باب الأضحية طبعة الرياض)

অর্থ ঃ হযরত বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল আযহার খুৎবা প্রদান করেন। উক্ত খুৎবায় আলোচনাবস্থায় বলেন। অদ্যকার দিনে আমাদের প্রধান কাজ হ'ল, সালাতে ঈদ পড়ার পর স্বীয় স্থানে বসে বসে খুৎবা শ্রবণ করা, তাড়াহুড়া না করা। খুৎবা শেষে বাড়ী ফিরে গিয়েই কুরবানীর দায়িত্ব পালন করা। যে ব্যক্তি

www.WaytoJannah.com

যথানিয়মে উক্ত কাজসমূহ সঠিকভাবে আদা করতে পারলো, সে ব্যক্তিই সুন্নাতে উপনিত হ'ল। আর যদি কেহ সালাতে ঈদের পূর্বেই কূরবানীর পশু যবাহ করে ঈদগাহে আসলো। তবে উহা পরিবার পরিজনের গোশ্ত খাওয়ার নামান্তর মাত্র। সে ব্যক্তি সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করলো। যার ফলে কূরবানীর সাথে উহার কোনই সম্পর্ক নেই। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, ৬ পৃষ্ঠা, ছাপাখানা রিয়ায)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَن يَّنَالَ اللّٰهُ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ (سورة الحج جزء ١٧ ، آية ٣٧)

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

কূরবানীর গোশ্ত ও তার রক্ত সমূহ আল্লাহর নিকট পৌছেনা। তবে তোমাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিকট মূল্যবান গ্রহণীয় তাক্বওয়া পৌছে থাকে। (সূরা ঃ হাজ্জ, ১৭ পারা, ৩৭ আয়াত)

অর্থাৎ কূরবানী তাক্বওয়ার আলোকেই হওয়া অত্যাবশ্যক। নচেৎ গোশ্ত খাওয়ারই নামান্তর মাত্র। হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আলাইহি সালামের অনুকরণই কূরবানীর মূল উদ্দেশ্য। নামের জন্য ও দেখানোর জন্য যদি হয় তবে, গোশ্ত খাওয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে। সাওয়াবের কোনই আশা করা যাবেনা। অত টাকা পয়সা খরচ করে যদি সাওয়াবের অধিকার না হওয়া যায়, তবে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের মহান দরবারে পরকালে কি উপায় হবে ? বন্ধুগণ ! আমরা সকলেই যেন তাক্বওয়াকে কেন্দ্র করেই আমাদের প্রত্যেকের সুষ্ঠ কূরবানী আদা করতে পারি তবেই কূরবানীর হক্ব আদা হবে। নচেৎ গ্রহণীয় কূরবানী হবে না। মহান আল্লাহর দরবারে বিশেষ প্রার্থনা, আমরা যেন প্রত্যেকটি আমল তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করতে পারি। আমীন।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا سُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلاً

بَارَكَ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ أَقُوْلُ قَوْلِيْ هٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ لِيْ وَلَكُمْ وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

www.WaytoJannah.com

Contents

জুমু'আর দ্বিতীয় (সানী) খুৎবা–এক

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَمَّا بَعْدُ۔ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : إِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۔

اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ، اَللّٰهُمَّ انْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوْا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ، وَأَكْبَرُ –

www.WaytoJannah.com

জুমু'আর ছানী খুৎবা (২)

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ـ خُصُوْصًا عَلٰى اَفْضَلِ الصَّحَابَةِ وَاَوَّلِهِمْ بِالتَّصْدِيْقِ، اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَعَلٰى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيْمَانِ ـ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ـ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَعَلٰى اَسَدِ اللّٰهِ الْغَالِبِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ ـ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ وَعَلَى الْإِمَامَيْنِ السَّعِيْدَيْنِ الشَّهِيْدَيْنِ اَبِىْ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَاَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْحُسَيْنِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَعَلٰى اُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَاءِ ـ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعَلٰى عَمَّيْهِ الْمُكَرَّمَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ اَبِىْ عُمَارَةَ الْحَمْزَةَ وَاَبِىْ الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ ـ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَعَلَى السِّتَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرَةِ ـ وَعَلٰى سَائِرِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ ـ وَالتَّابِعِيْنَ الْاَبْرَارِ الْاَخْيَارِ ـ إِلٰى يَوْمِ الْقَرَارِ ـ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ *

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ وَلَا

www.WaytoJannah.com

Contents

تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ـ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ـ

عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى أَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ، وَأَكْبَرُ

www.WaytoJannah.com

বিবাহের খুৎবা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ
مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَهَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنْ لآَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لآَ
شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ أَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا
وَّنَذِيْرًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّالأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلاَلَةٌ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ ـ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ
يَّعْصِهِمَا فَإِنَّهٗ لاَيَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهٗ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا أَمَّا بَعْدُ ـ أَعُوْذُ بِاللّٰهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : يَآأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا
رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ـ وَاتَّقُو اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالأَرْحَامِ ـ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ※ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ ـ وَلاَ
تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ※ يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً
سَدِيْدًا ※ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ※

www.WaytoJannah.com